

দ্বি-মাসিক

আবাসিক প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

১৭ তম সংখ্যা

মে-জুন ২০১৬

প্রতিভা পরিবারের পক্ষ
হ'তে আস্থান



দ্বি-মাসিক

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

১৭ তম সংখ্যা




মে-জুন ২০১৬

সোনামণি পত্রিকা



একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা



- ◆ উপদেষ্টা সম্পাদক 
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
- ◆ সম্পাদক 
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
- ◆ নির্বাহী সম্পাদক 
রবীউল ইসলাম
- ◆ কম্পোজ ও ডিজাইন : 
শরীফুল ইসলাম

যোগাযোগ

সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া, সপুড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুড়া, রাজশাহী-৬২০৩ থেকে
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস
রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
● সম্পাদকীয়	২
● কুরআনের আলো	৩
● হাদীছের আলো	৪
● প্রবন্ধ	৫
● অজানা কথা	১৭
● সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা	১৯
● গল্পে জাগে প্রতিভা	২০
● কবিতাগুচ্ছ	২২
● একটুখানি হাসি	২৩
● সাহিত্যঙ্গন	২৫
● মতামত ও প্রশ্নোত্তর	২৫
● রহস্যময় পৃথিবী	২৬
● বহুমুখী জ্ঞানের আসর	৩০
● দেশ পরিচিতি	৩৪
● যেলা পরিচিতি	৩৪
● সংগঠন পরিক্রমা	৩৫
● প্রাথমিক চিকিৎসা	৩৬
● নীতিমালা	৩৭
● ভাষা শিক্ষা (আরবী)	৩৯
● কুইজ	৩৯

সম্পাদকীয়

শবেবরাত

আরবী শা'বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবেবরাত' বা 'লায়লাতুল বারাত' (ليلة البراءة) বলা হয়। শবেবরাত ফারসী শব্দ যার অর্থ হিসসা বা নির্দেশ পাওয়ার রাত্রি। আর দ্বিতীয় শব্দটি আরবী যার অর্থ বিচ্ছেদ বা মুক্তির রাত্রি। এদেশে শবেবরাত 'সৌভাগ্য রজনী' হিসাবেই পালিত হয়। এ জন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে কুরআন নাযিল হয়েছে। এ রাতে বান্দাহর গুনাহ মাফ হয়। ভাগ্য লিপিবদ্ধ হয়। রুহগুলো আত্মীয় স্বজনের সাথে মূল্যাকাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বাসগৃহ, মসজিদ, মাদরাসা, ধূপ-ধুনা, আগরবাতি, ইত্যাদি দিয়ে আলোকিত করা হয়। আত্মীয়-স্বজন সব দলে কবরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। সোনামণি ও যুবক-যুবতীরা পটকা ফাটিয়ে, আতশবাজি করে হৈ-হুল্লাড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো ছালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মসজিদে গিয়ে ছালাতে আলফিয়াহ বা ১০০ রাক'আত ছালাত আদায়ে রত হয়। তারপর রাত্রির শেষদিকে ক্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। ফলে ফজরের সময় মসজিদ প্রায় শূন্য থাকে। এই রাত উপলক্ষ্যে কত লক্ষ কোটি টাকা যে শুধু আলোকসজ্জার নামে শেষ করা হয় তার হিসাব কে রাখে? হালুয়া-রুটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, ঐদিন ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছিল। ব্যথার জন্য তিনি নরম খাদ্য খেয়েছিলেন বিধায় আমাদেরও সেই ব্যথার সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হালুয়া-রুটি খেতে হয়। অথচ ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল ৩য় হিজরীর শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার সকালে। আর আমরা ব্যথা অনুভব করছি তার প্রায় দু'মাস পূর্বে শা'বান মাসে ১৪ তারিখ দিবাগত রাতে। অতঃপর কুরআনের সূরা দুখান-এর ৩ ও ৪ আয়াত পেশ করে বলা হয় যে, কুরআন নাযিল হয়েছে শবেবরাতের রাত্রিতে। অথচ সূরা কুদরের ১ম আয়াত অনুযায়ী কুরআন নাযিল হয়েছে কুদরের রাত্রিতে। সূরা বাক্বারার ১৮৫ আয়াত অনুযায়ী কুদরের রাত রামাযান মাসে; শা'বান মাসে নয়। এছাড়া এ রাতে তাক্বদীর নির্ধারিত হওয়ার কথা অগ্রহণযোগ্য। কেননা তাক্বদীর লিপিবদ্ধ আছে (ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মাখলুকাতে তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন, (মুসলিম হা/২৬৫৩, মিশকাত হা/৭৯)। তাছাড়া ইসলামী শরী'আতে শবেবরাত নামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ১৫ই শা'বান উপলক্ষ্যে প্রচলিত সকল প্রকার ইবাদত ও অনুষ্ঠানাদি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। শবেবরাতের ১০০ রাক'আত ছালাত ৪৪৮ হিজরীতে সর্বপ্রথম বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে অবিস্কৃত হয়।

রামাযানের আগের মাস হিসাবে শা'বান মাসের প্রধান করণীয় হ'ল অধিকহারে ছিয়াম পালন করা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েকদিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন (বুখারী হা/১৯৬৯)। অবশ্য যারা 'আইয়ামে বীয' ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত তারা ১৩, ১৪, ১৫ই শা'বানে উক্ত নিয়তেই ছিয়াম পালন করবেন, শবেবরাতের নিয়তে নয়।

সোনামণি তোমরা এখন থেকেই বিদ'আতী আমল পরিহার করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সূনাতের অনুসরণে শা'বান মাসে অধিকহারে নফল ছিয়াম পালনের চেষ্টা কর। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পবিত্র কুরআন ও হযীহ হাদীছের আলোকে আমলসমূহ পরিশুদ্ধ করে নেওয়ার তাওফীক দান করুন- আমীন!

কুরআনের আলো

বিষয় : মাপে বা ওয়নে কম দেওয়া

(১) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْثِفُوا نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ-

(১) ‘তোমরা মাপ ও ওয়ন পূর্ণ করে দাও ন্যায্যনিষ্ঠার সাথে। আমরা কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেয় না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর যদি সে নিকটাত্মীয়ও হয়’ (আন আম ৬/১৫২)।

(২) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطِ السُّبْقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا-

(২) ‘তোমরা মাপে দেয়ার সময় মাপ পূর্ণ করে দাও এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওয়ন কর। এটাই উত্তম ও পরিণামের দিক দিয়ে ভাল’ (বনু ইসরাঈল ১৭/৩৫)।

(৩) وَئِلَٰلِ الْمُطَفِّفِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى التَّائِسِ يَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ-

(৩) দুর্ভোগ মাপে কমদানকারীদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মাপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয় এবং যখন লোকদের মাপে দেয় বা ওয়ন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে সেই মহাদিবসে’ (মুত্‌ফাফিফীন ৮৩/১-৫)

(৫) وَأَقِيمُوا الزَّوْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ-

(৪) ‘তোমরা যথার্থ ওয়ন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওয়নে কম দিও না’ (রহমান ৫৫/৯)।

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

○ জামা‘আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

○ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

○ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

○ মিসওয়াক সহ ওয়ূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওয়ূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

○ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

○ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

○ বৃথা তর্ক, বাগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

○ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

○ সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ ‘বিসমিল্লাহ’ বলে শুরু করা ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলে শেষ করা।

○ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

হাদীছের আলো

বিষয় : আল্লাহ সম্পর্কে আকীদা

(১) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَزُرُّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخْرَى يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, কে আছে যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দিব? কে আছে যে আমার কাছে কিছু চাইবে আর আমি তাকে তা দান করব। কে আছে যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব?' (বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩)।

(৩) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَسْطُرُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مِئْسُ النَّهَارِ وَيَسْطُرُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مِئْسُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

(২) আবু মুসা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা রাতে তার হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে দিনে পাপকারী তওবা করে। তিনি দিনে তার হাত প্রসারিত করে রাখেন, যাতে রাতে পাপকারী তওবা করে। পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ক্রিয়ামত পর্যন্ত এটা তিনি জারী রাখবেন' (মুসলিম হা/৭১৬৫)।

(৪) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَائِي قَيْسُجْدَ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَنْبِي كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسَمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوذُ طَهْرَةً طَبَقًا وَاحِدًا

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার হালাল রোযগার থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে- আর আল্লাহ হালাল বস্ত্র ছাড়া কোন কিছুই কবুল করেন না, আল্লাহ তা তাঁর দান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দানকারীর জন্য তা প্রতিপালন করতে থাকেন যেরূপ তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করে বড় করে থাকে। অবশেষে তা পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়' (বুখারী হা/১৪১০)।

(৫) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ قَدَمَهُ فَيَنْزُو بِبَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَقُولُ قَدْ بَعَرْتُكَ وَكَرَّمَكُ

(৪) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্রিয়ামতের দিন) আমাদের প্রভু পায়ের নলা উন্মোচিত করবেন। অতঃপর সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাকে সিজদা করবে। কিন্তু বাকী থাকবে ঐ সমস্ত লোক, যারা দুনিয়ায় সিজদা করত লোক দেখানো ও সুখ্যাতির জন্য। তারা সিজদা করার জন্য যাবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ একখণ্ড কাষ্ঠফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে' (বুখারী হা/৪৯১৯)।

(৬) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُو بِبَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَقُولُ قَدْ بَعَرْتُكَ وَكَرَّمَكُ

(৫) আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামে অনবরত (জাহান্নামীদের) নিক্ষেপ করা হবে আর তখন (জাহান্নাম) বলবে, আরো অধিক কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ বলতে থাকবে যতক্ষণ না মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাঁর মাঝে নিজের পা রাখবেন। তখন জাহান্নামের এক অংশ অপর অংশের সাথে চেপে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে' (বুখারী হা/৭৩৮৪)।

প্রবন্ধ

(১)

মাহে রামাযান ও আমাদের করণীয়

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

রামাযান আরবী নবম মাস। এই মাসে ছিয়াম পালন করা আবশ্যিক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর তা ফরয করা হয়েছিল; যাতে তোমরা মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু হ'তে পার' (বাকুরাহ ২/১৮৩)। ছিয়াম মানুষকে মুত্তাকী অর্থাৎ আল্লাহভীরু হ'তে সাহায্য করে। ছিয়াম মানুষের অতীতের পাপসমূহকে মিটিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়' (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছাওম ব্যতীত, কেননা ছাওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশকে আমরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৯)। এই মাসের ক্বদরের রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা এটা (কুরআন) নাথিল

করেছি ক্বদরের রাত্রেতে (ক্বদর ৯৭/১)। তিনি আরো বলেন, এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা মানুষের জন্য হেদায়াত এবং সত্যপথের সুস্পষ্ট নির্দেশ। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে, সে এ মাসে ছিয়াম পালন করবে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তিনি কঠিন করতে চান না' (বাকুরাহ ২/১৮৫)।

ছিয়াম : আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা।

শরী'আতের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনসম্বোগ হ'তে বিরত থাকাকে ছাওম বা ছিয়াম বলে।

১. ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত করার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার সে নিয়ত করবে' (বুখারী হা/১)।

২. ইফতার গ্রহণ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণত খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। আর খেজুর না পেলে পানি দিয়ে করতেন। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিব ছালাতের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি তাজা খেজুর না থাকত, তাহ'লে শুকনা খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন। যদি শুকনা খেজুরও না থাকত, তবে কয়েক অঞ্জলি পানি পান করতেন' (তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৯৯১)।

৩. ইফতারকালে দো'আ : 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করতে হবে (বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯)। ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ 'আল্লাহুমা লাকা ছুমতু ওয়া আলা

রিয়ক্কা আফতারতু' দো'আটি 'যঈফ' হওয়ার কারণে এর উপর আমল করা যাবে না। তবে ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। অর্থ : পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাতুলি সজ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল' (আবু দাউদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪)।

৪. সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, সূর্যাস্তের ৪/৫ মিনিট পরে আযান দিয়ে ইফতার করতে হবে। অথচ এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমলের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে' (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)। তাই আমাদের উচিত সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন' (নায়লুল আওত্বার কায়রো : ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ)। তবে মনে রাখতে হবে যে, সময়ের আগে ইফতার গ্রহণ এবং সময়ের পরে সাহারী গ্রহণ করা যাবে না।

৫. সাহারীর আযান : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বেলাল রাতে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়' (বুখারী হা/১৯১৯, মুসলিম হা/১০৯২)। বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আসফুলানী (রহঃ) বলেন, বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন, বাজানো, ঢাক-টোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত (নায়ল ২/১১৯ পৃঃ)।

৬. সাহারী গ্রহণ : সাহারী গ্রহণ করা সুন্নাত। এতে শরীর সতেজ থাকে। অতিরিক্ত ক্ষুধা বা

পিপাসা অনুভূত হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাহারী গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা সাহারী গ্রহণ কর, কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে' (বুখারী হা/১৯২৩)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাদের ছিয়াম ও আহলে কিতাবের (ইহুদী, খ্রিষ্টানদের) ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হ'ল সাহারী খাওয়া (মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৩)। তবে সময়ের মধ্যে সাহারী গ্রহণ করতে হবে। ঘুম থেকে জাগতে দেরী হওয়ায় আযান সম্পূর্ণ হ'লে কোন কিছু খাওয়ার প্রয়োজন নেই বরং নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।

৭. গান-বাজনা ও অশ্লীলতা পরিহার করা : গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তির শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। এসব কাজের ভাল-মন্দ স্বাদ চোখ ও কানের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় বলে আল্লাহ তা'আলা এসব কাজের জন্য এমন শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যা অতীব যন্ত্রণাদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সঞ্ছদ করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে এদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' (লোকমান ৩১/৬)। আমাদের দেশে অনেক সোনামণি, তরুণ-তরুণী ও বৃদ্ধ ছিয়াম রেখে সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে টিভি-সিনেমার বাজে অনুষ্ঠান দেখে, অশ্লীল বই-পুস্তক ও উপন্যাস পাঠ করে থাকে, যা নিত্যন্তই গর্হিত কাজ। বরং আমাদের উচিত ছিয়ামরত অবস্থায় বেশী বেশী অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

৮. মিথ্যা কথা পরিহার করা : ছিয়ামরত অবস্থায় মিথ্যা কথা পরিহার করা একান্ত যরুরী। জ্ঞাতসারে কখনোই মিথ্যা বলা যাবে না। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা আচরণ ছাড়লনা, তার খানাপিনা ছেড়ে দেওয়াতে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই' (বুখারী, মিশকাত হা/১৯৯৯)।

৯. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ : (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং তার ক্রাযা আদায় করতে হয়। তবে ভুলবশত খেলে বা পান করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি ভুলবশত খায় বা পান করে, তবে সে যেন তার ছিয়াম পূর্ণ করে নেয়। কেননা আল্লাহই তাকে পানাহার করিয়েছেন' (বুখারী হা/১৯৩৩ মুসলিম হা/২৭৭২)। (খ) যৌন সঙ্গোগ করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হয়, (নিসা ৪/৯২; মুজাদলাহ ৫৮/৪)। (গ) 'ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্রাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সূর্য লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভেঙ্গে যায় না' (নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ)। (ঘ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিন ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন (তাফসীরে ইবনে কাসীর ১/২২১)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন (নায়ল ৫/৩০৮-১১পৃঃ)। মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্রাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন (নায়ল ৫/৩১৫-১৭)।

১০. ছালাতুত তারাবীহ : ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাকা'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। আবু সালামাহ ইবনু আব্দুর রহমান (রাঃ) আয়েশা (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১

রাক'আতের বেশী ছিল না। তিনি প্রথমে চার (২+২) রাকা'আত ছালাত আদায় করতেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। তারপর চার (২+২) রাকা'আত আদায় করতেন। এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করো না। অতঃপর তিনি তিন রাকা'আত (বিতর) ছালাত আদায় করতেন (বুখারী হা/১১৪৮)। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের ছালাত যে একই এটাই তার বাস্তব দলীল। সুতরাং ১১ রাকা'আতের বেশী পড়া সুল্লাত বিরোধী। রাসূল (ছাঃ) বীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করতেন। কখনোই তাড়াহুড়ো করতেন না। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি, যে তার ছালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সে কিভাবে ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, সে ছালাতের রুকু এবং সিজদা পূর্ণ করে না (মুসনাদে আহমাদ হা/২২৯৬৫, মিশকাত হা/৮৮৫)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না' (আহমাদ মিশকাত হা/৯০৪)। অতএব রাতের ছালাতসহ সব ছালাত বীরস্থিরভাবে আদায় করা একান্ত উচিত।

১১. লায়লাতুল কুদর : লায়লাতুল কুদরকে আল্লাহ তা'আলা বরকতময় রাত্রি বলেছেন, (দুখান ৪৪/৩)। কেন এটি বরকতময় তার ব্যাখ্যাও আল্লাহ দিয়েছেন, এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্ধারিত হয়' (দুখান ৪৪/৪)। এ রাত্রিটা কোন মাসে? সে বিষয়ে আল্লাহ বলেন, 'এই সেই রামাযান মাস যার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, মানবজাতির জন্য হেদায়াত ও সত্যপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা হিসাবে এবং হকু ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসাবে' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। অর্থাৎ কুদরের রাত্রি হ'ল রামাযান মাসে; কথিত শা'বান মাসে নয়। কুদর রাত্রিকে অন্যত্র 'মুবারক রাত্রি' বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমরা একে নাযিল করেছি বরকতময় রজনীতে' (দুখান ৪৪/৩)।

১২. লায়লাতুল কুদরের দো'আ : আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে বলুন, যদি আমি কুদরের রাত্রি পাই, এতে আমি কী দো'আ পাঠ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি বলবে, 'আল্লা-হুমা ইন্নাকা আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর' (আহমাদ, মিশকাত হা/২০৯১)।

১৩. ই'তিকাহের গুরুত্ব : পবিত্র রামাযান মাসে অধিক ইবাদতের সুন্দরতম সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যম হ'ল 'ই'তিকাহ'। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাহ করতেন'। অতঃপর যে বছর তিনি ইত্তিকাল করেন সে বছর বিশদিন ই'তিকাহ করেছিলেন (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীগণও ই'তিকাহ করেছেন (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৯৬)।

১৪. ই'তিকাহ অবস্থায় করণীয় : ই'তিকাহ অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যাবে না। ই'তিকাহকারী গভীর মনোনিবেশের সাথে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকবেন। তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্তে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ইবাদতে নিয়োজিত রাখবেন এবং দুনিয়াবী কাজকর্ম থেকে দূরে থাকবেন। এ সময় বেশী বেশী নফল ইবাদত যেমন ছালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ পাঠ, বিভিন্ন তাসবীহ পাঠ, তওবা ইস্তেগফার ইত্যাদি আমল করা যেতে পারে।

১৫. ফিতরা : প্রত্যেক মুসলিমের উপর ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ফরয। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড়, সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্য বস্তু ফিতরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান

করেছেন' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬)। এক ছা' বর্তমান হিসাবে আড়াই কেজির সমান। উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে টাকা-পয়সা দিয়ে ফিতরা আদায় করার যে প্রথা চালু আছে তা হাদীছ সম্মত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সোনা ও রূপার টাকা ছিল। কিন্তু তা সন্ত্বেও সেগুলো দিয়ে কখনোই তিনি ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করেননি। বরং খাদ্যবস্তু দ্বারা আদায় করেছেন। সুতরাং আমাদের ও উচিত খাদ্য বস্তু দ্বারা ই ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা।
ঈদের দিনে করণীয় : ঈদের দিন আনন্দের পাশাপাশি মুসলমানদের কিছু করণীয় রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল :

১৬. খেজুর খাওয়া : ঈদুল ফিতরের ছালাতের জন্য ঈদগাহের রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খাওয়া সুন্নাত। হযরত আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে বেজোড় সংখ্যক খেজুর খেতেন (বুখারী হা/৯৫৩)। উল্লেখ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না (বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩)। বরং তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন। আমাদেরও সেই সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত।

১৭. সজ্জিত হওয়া : পুরুষের জন্য সুন্নাত হ'ল গোসল করে, সুন্দর পোশাক পরিধান করে, সুগন্ধি মেখে, সুসজ্জিত হয়ে ঈদগাহে অভিমুখে রওয়ানা হওয়া। মহিলারা সুসজ্জিত হয়ে এবং সুগন্ধি মেখে সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বের হবে না। বরং তারা পর্দা সহকারে বের হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তার অন্য বোন যেন তাকে স্বীয় চাদর পরিধান করায়' (মুসলিম হা/২০৯৩)।

১৮. ঈদগাহে গমন : ঈদের মাঠে পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং ভিন্ন পথে ফিরে আসা সুন্নাত। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের দিন পথ পরিবর্তন করতেন (বুখারী হা/৯৮৬)।

১৯. মহিলাদের ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ :
রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নারী-পুরুষ সবাইকে ঈদের ছালাতে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত উম্মে আত্বিইয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ল, আমরা যেন ঋতুবতী ও পর্দানশীল মহিলাদেরকে দুই ঈদের দিন বের করে নিয়ে যাই। যেন তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দো'আয় শরীক হ'তে পারে। তবে ঋতুবতী মহিলারা একদিকে সরে বসবে। জন্মিকা মহিলা তখন বলল, আমাদের অনেকের বড় চাদর নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথী তাকে নিজের চাদর দ্বারা আবৃত করে নিয়ে যাবে' (মুত্তাফাকু আল্লাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১)।

২০. ঈদের মাঠে করণীয় : আবুসাদ্দিন খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহের দিকে বের হ'তেন। (ঈদগাহে পৌছে) তিনি প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর ছালাত শেষে মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতে, মুছল্লীরা তখন নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতেন, নছীহত করতেন এবং নির্দেশ দিতেন। কোথাও সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করলে বাছাই করতেন অথবা কোন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার থাকলে নির্দেশ দিতেন। অতঃপর বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করতেন' (মুত্তাফাকু আল্লাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬)। অতএব ঈদের ছালাত আদায়ের পূর্বে প্রচলিত বক্তব্য প্রদান পদ্ধতি সূন্যাত বিরোধী আমল।

২১. ঈদের তাকবীর : 'ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাকা'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও ছানা পড়ার পরে কিরাআতের পূর্বে সাত, দ্বিতীয় রাকা'আতে ছালাতের তাকবীর ব্যতীত কিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়া সূন্যাত' (আহমাদ, আব্দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১)। 'ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (হয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই' (আলোচনা দৃষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্ভার ৪/২৫৩৬-৫৬পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীকা পৃঃ ৩২-৩৩)।

(২)

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের উপকারিতা

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান

সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

ছিয়াম মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিশেষ নে'মত। আমরা অনেকেই মনে করি, ছিয়াম সাধনার ফলে গুনাহ মাফ হয় ঠিকই তবে তা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। সারা মাস ছিয়াম সাধনার ফলে স্বাস্থ্যের পুষ্টি সাধনে বাধা প্রাপ্ত হয়, সমস্যা সৃষ্টি হয় ইত্যাদি।

বর্তমান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মাধ্যমে চির শ্বশত তথ্যের সত্যতা বেরিয়ে এসেছে যে, ছিয়াম স্বাস্থ্যের জন্য মোটেই ক্ষতিকর নয়; বরং অত্যন্ত উপকারী এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সহায়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ডা. হেপোক্রিটিস বহু শতাব্দী পূর্বে বলেছেন, 'The more you nourish a diseased body the worse you make it'. অর্থাৎ অসুস্থ দেহে যতই খাবার দিবে ততই রোগ বাড়তে থাকবে। সমস্ত দেহে সারা বছর যে জৈব বিষ (Toxin) জমা হয়, দীর্ঘ এক মাস ছিয়াম সাধনার ফলে তা দূরীভূত হয়। তাছাড়া মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর ছিয়াম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের উপকারিতা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

ছিয়াম মানুষের মস্তিষ্কে সতেজ, উজ্জীবিত ও উর্বর করে :

ছিয়াম মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে। তাকে উজ্জীবিত ও উর্বর করে। এর ফলে মানুষের ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা পরিচ্ছন্ন হয়। এটি স্নায়বিক অবসাদ ও দুর্বলতা দূর করে। তাই সুদীর্ঘ অনুচিন্তন সম্ভব হয়। যার ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহে এক অতুলনীয় ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়- যা

সুস্থ্য স্নায়বিক প্রক্রিয়ায় পথ প্রদর্শন করে এবং সূক্ষ্ম অনুকোষগুলিকে জীবাণুমুক্ত ও সবল রাখে। (ডা. মুহাম্মাদ তারেক মাহমুদ, সুনীতে রাসূল (ছাঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড ১৫১ পৃঃ, গৃহীত : মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪ পৃঃ ১৫-১৬)। পণ্ডিতগণ বলেছেন, 'Empty stomach is the power house of knowledge' ক্ষুধাত উদর জ্ঞানের আধার। ছিয়াম সাধনা মানুষের স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি করে। ফলে মনঃসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়। আর স্নায়বিক প্রখরতার জন্য ভালবাসা, আদর, স্নেহ, সহানুভূতি ও আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নয়ন ঘটে। তাছাড়া ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে ডা. আলেক্স হেইগ বলেন, ছিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ অনুভূতি উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনঃসংযোগ ও যুক্তিশক্তি পরিবর্তিত হয়। (অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য পৃঃ ১৭; গৃহীত : মাসিক আত-তাহরীক, ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৪ পৃঃ ১৫-১৬)।

ছিয়াম আল্লাহ প্রদত্ত অসংখ্য নে'মতসমূহের মধ্যে অন্যতম সেরা নে'মত। এর ফলে মানুষ অসংখ্য অজানা রোগ থেকে বেঁচে যায়। ডা. নাকিউন বলেন, নিম্নের তিনটি নিয়ম পালন করলে শরীরের বিষাক্ত দ্রব্য বের হয়ে যায় এবং বার্ষিক্য থামিয়ে দেয়। নিয়ম ৩টি হল : ১. অধিক পরিশ্রম দেহকে সতেজ রাখে। ২. বেশী পরিমাণে হাঁটাচলা করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। ৩. প্রত্যেক মাসে কমপক্ষে ১দিন অভুক্ত থাকলে (ছিয়াম পালন করলে) স্বাস্থ্য ভাল থাকে। (মেশকাত শরীফ, বঙ্গানুবাদ, ঢাকা, এমদাদিয়া পুস্তকালয় প্রা. লি: ২০১০, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১২)। ছিয়াম সাধনা বুড়িয়ে যাওয়াকে প্রতিরোধ করে। কেউ যদি প্রতি মাসে অন্তত ৩ দিন বা ৫দিন ছিয়াম রাখে তাহ'লে তার শরীরের চর্বি অর্ধেক

হ্রাস পায়, ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি কমে যায়। একই সঙ্গে ছিয়াম হৃদরোগ ও ডায়াবেটিস থেকে দূরে রাখে। ছিয়ামরত অবস্থায় খাবার গ্রহণ না করেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হয় কিভাবে এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে রয়েছেন। যারা নিয়মিত মাসে কমপক্ষে ৩ বা ৫ দিন ছিয়াম রাখে তাদের চর্বি ৩৪ থেকে ৫৪ ভাগ হ্রাস পায়। তবে অবশিষ্ট দিনগুলিতে স্বাভাবিক খাবার খেতে হবে। এভাবে নিয়মিত ছিয়াম পালন করলে রক্তে শর্করার পরিমাণ ৬ ভাগের নীচে থাকে। এভাবে ছিয়াম রাখার ফলে শরীরে আইজিএফ ওয়াম নামের এক রাসায়নিক যৌগ যা বুড়িয়ে যেতে বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তার পরিমাণও ২৪ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পায়। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রধান গবেষক ভল্টার লঙ্গো বলেন, আমি নিজে মাসে ৫দিন একটানা না খেয়ে দেখেছি, এটা সহনীয় ও নিরাপদ। এ ভার্শিটির গবেষক দল মানুষ ছাড়াও ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন। ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এতে প্রাণীটির শরীরের কোষ, হাড় ও পেশী আরো শক্তিশালী হচ্ছে। লিভার ও মস্তিষ্ক ছাড়াও ইমিউন সেলগুলো নতুন করে বিকাশ পাচ্ছে। (দৈনিক আমাদের সময় ২৬/৬/১৫)

প্রতি মাসে অন্তত ৩ দিন ছিয়ামের গুরুত্ব : দৈনন্দিন জীবনে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকি। আবার কখনও কখনও ধর্মীয় কারণে আমরা বিরত থাকি। এতে সাময়িক কষ্ট হলেও এটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী এবং এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, তিন দিন ছিয়াম পালন করলে তাতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার আমূল পরিবর্তন হয়। এতে দেহের শ্বেত রক্তকণা অনেকাংশে বেড়ে যায় যা জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বড় হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। চিকিৎসকগণ বলেন, কয়েকদিন খাবার

গ্রহণ থেকে বিরত থাকার ফলে দেহের কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ, হৃদরোগের সম্ভাবনা কমানো ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি হ্রাস পায়। এতে দীর্ঘজীবনের সম্ভাবনাও বেড়ে যায়। এসময় ছিয়ামের শুরু ও শেষে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া অত্যাবশ্যক। উচ্চ মাত্রার ফ্যাট ও চিনিযুক্ত খাবার না খাওয়াই উচিত। এতে সাময়িক সমস্যা দেখা দিতে পারে। অল্প অল্প করে খাবারে বিরতি দিয়ে ছোটদেরও এ অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। না খেয়ে থাকলে টিইমার ও ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষগুলো মারা যায়। এভাবে অনেকে সুস্থ হয়ে যায়। এ জন্য ছিয়াম রোগমুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর বিশেষ নৈমিত্য।

বেশ কিছু সমীক্ষায় কার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার পর 'বিবিসি'র স্বাস্থ্য বিষয়ক সাংবাদিক ডা. মোজলে বলেছেন, ডায়াবেটিস ঠেকাতে সপ্তাহে দু'দিন না খেয়ে থাকতে হবে। তাতে মানুষের শরীরের ওজন কমবে এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকবে। অথচ রাসূল (ছাঃ) এর সুন্যাত অনুযায়ী সপ্তাহে দু'দিন ছিয়াম পালন করলে মুসলমানরা সহজে এটি অর্জন করতে পারে (বিস্তারিত: মাসিক আত-তাহরীক ১৯/৮ মে'১৬ পৃষ্ঠা ৪৫)। যেমন হাদীছে এসেছে—

১. আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম রাখতেন (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৫)।

২. আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার আমলসমূহ (আল্লাহর নিকট) পেশ করা হয়। অতএব আমি চাই আমার আমার আমল পেশ করা হোক আমার ছিয়ামরত অবস্থায় (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৬)

৩. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন ছিয়াম পালন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন (মুত্তাফাকু আলাইহ, বুখারী হা/২৮৪০ মিশকাত হা/২০৫৩)।

(৩)

দ্বীন ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ

সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ইলম শিক্ষা অর্জন করা ফরয' (ইবনু মাজাহ হা/২২৪ মিশকাত হা/ ২১৮ সনদ হাসান) উক্ত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর জ্ঞান অর্জন করা ফরয বা আবশ্যক। এখন অনেকে বলতে পারে, আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান অর্জন ফরয করেছেন তাহ'লে আমরা কিসের জ্ঞান অর্জন করব? উত্তর হ'ল যার মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে চেনা যায় এবং ইসলামের বিধিবিধান জানা যায় সে জ্ঞান অর্জন করা ফরয। ইসলাম হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। সকল সমস্যার সঠিক সমাধান রয়েছে ইসলামে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চই আল্লাহর নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন ইসলাম' (আলে ইমরান ৩/১৯)। ইসলামে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য বিষয়ের মত ইলমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ইলম অর্জনের গুরুত্ব : ইলমের মাধ্যমে মূর্খ ও জ্ঞানীর পার্থক্য করা যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী আপনি বলুন, যারা জানে ও যারা জানে না তারা কি সমান?' (যুমার-৪৯/৯) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অন্ধ ও চক্ষুস্থান কি এক হ'তে পারে?' (রা'দ ১৩/১৬) জ্ঞানবান ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আলো ও অন্ধকার এবং চক্ষুস্থান ও চক্ষুহীনের মধ্যে পার্থক্যের ন্যায়। জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হওয়ার পরেও যদি কেউ শুধু জ্ঞান অর্জন করে অথচ আমল না করে, তাহ'লে ক্রিয়ামতের কঠিন দিনে তার ইলম কোনই কাজে আসবে না। এজন্যই তো জনৈক আরবী কবি বলেছেন, যদি

তাকুওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা হ'ত তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টি কুলের সেরা বলে গণ্য হ'ত। শুধু ইলম অর্জন করলেই হবে না সাথে সাথে তাকুওয়া বা আল্লাহভীতিও অর্জন করতে হবে।

ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা : ইলম অর্জনকারীর মর্যাদা অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইলম অর্জনের জন্য পথ চলবে আল্লাহ তার জন্য জন্মান্তরের পথ সুগম করে দিবেন (তিরমিযী হা/২৬৪৬; ইবনু মাজাহ হা/২২৩)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলেম ও আবেদ এর কথা উল্লেখ করে বলেন, একজন আবেদের উপরে একজন আলেমের মর্যাদা, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপরে' (দারেমী, মিশকাত হা/ ২৫)। তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয় আসমান ও যমীনের অধিবাসী, পিপীলিকা তার গর্তে, এমনকি পানির মধ্যে মাছও মানুষকে কল্যাণের শিক্ষাদানকারীর জন্য দো'আ করে' (তিরমিযী হা/ ২৬৮৫; মিশকাত হা/ ২১৩)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সাধারণ মানুষের মর্যাদার যেমন তফাৎ অনুরূপভাবে আবেদ ও আলেমের মর্যাদার তফাৎ। আলেমের জন্য শুধু মানুষই নয় গোটা আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সবই দো'আ করে।

আমলহীন আলেমের পরিণতি : আলেম ব্যক্তি যদি রাত্রিতে ছালাত আদায় না করে, বিদ্যা চর্চা না করে, এবং দিনের বেলায় সে অনুযায়ী আমল না করে তার মাথা মৃত্যুর পর হ'তে ক্রিয়ামত পর্যন্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করা হবে। সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলছেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম দু'জন ফেরেশতা আমার হাত ধরে বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট নিয়ে যাচ্ছে। আমি রাস্তায় কতগুলি আশ্চর্যজনক দৃশ্য দেখলাম। তন্মধ্যে একটি দৃশ্য দেখলাম যে, একজন ব্যক্তি চিং হয়ে শুয়ে আছে এবং একজন ব্যক্তি বড় পাথর দ্বারা তার মাথায় আঘাত করছে, ফলে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ও পাথরটি ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি

পাথর নেওয়ার জন্য যাচ্ছে ও পাথর নিয়ে আসার পূর্বে তার মাথা আবার পূর্বের মত ঠিক হয়ে যাচ্ছে। পুনরায় ঐ ব্যক্তি (ফেরেশতা) ফিরে আসছে ও তার মাথায় আঘাত করছে এবং পূর্বের মত অবস্থা হচ্ছে। অতঃপর ফেরেশতা দু'জন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে বললেন, যে ব্যক্তির মাথাকে ভেঙ্গে চৌচির করা হচ্ছে সে একজন আলেম। আল্লাহ তাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু সে রাতে ঘুমাত, কুরআন চর্চা করত না ও দিনে সে অনুযায়ী আমল করত না। আপনি যা দেখলেন এরূপ শাস্তি হতে থাকবে ক্রিয়ামত পর্যন্ত (বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)। এর দ্বারা আমলবিহীন আলেমের শাস্তির ভয়াবহতা বুঝা যায়।

আবার যদি কোন আলেম শুধু বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায় এবং মানুষকে কুরআন ও হাদীছের কথা শুনায় কিন্তু সে নিজে আমল না করে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এ সম্পর্কে ওসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তিকে ক্রিয়ামতের দিনে নিয়ে আসা হবে। তারপরে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এতে করে তার নাড়িভুড়ি বের হয়ে যাবে। আর সে তা নিয়ে ঘুরতে থাকবে যেমনিভাবে গাধা আটা পিশা জাঁতার সাথে ঘুরতে থাকে। জাহান্নামীরা তার নিকট একত্রিত হবে ও তাকে জিজ্ঞেস করবে আপনি কি আমাদেরকে সং কাজের আদেশ এবং অসংকাজ হতে নিষেধ করতেন না? সে বলবে হ্যাঁ। আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ করতাম কিন্তু নিজে করতাম না ও খারাপ কাজ হ'তে তোমাদের নিষেধ করতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম (মুত্তফাফু আলাইহ, মিশকাত হা/ ৪৯১২)।

যদি কেউ মানুষকে সংকাজের আদেশ করে ও অসং কাজের নিষেধ করে কিন্তু নিজে আমল না করে তাহ'লে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা তোমরা কেন বল?' (ছফফ ৬১/৩) তাই মানুষকে বলার পূর্বে আমাদের অবশ্যই

সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে আলেমদের অবশ্যই সচেতন হ'তে হবে নচেৎ তারা কঠিন শাস্তিতে পতিত হবে।

ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা : দ্বীন ইসলামে ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামকে দুনিয়ার বুকে টিকিয়ে রাখতে হ'লে আল্লাহর অহী তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান সার্বিক জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। এজন্য অবশ্যই দ্বিনি ইলম অর্জন করতে হবে। আল্লাহর নিকট ইলম অর্জন কারীর মর্যাদা অনেক। বর্তমান সমাজে দ্বীন ইসলামের প্রচারের জন্য আলেমে দ্বীন-এর সংখ্যা খুবই নগণ্য। তাই দ্বিনি ইলম অর্জন বর্তমান সময়ে খুবই প্রয়োজন। যারা প্রকৃত আলেম তারাই আল্লাহকে বেশী ভয় করে ও সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যেমন আল্লাহ বলেন, একমাত্র তারাই আল্লাহকে ভয় করে, যারা বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানী। (ফাতির ৩৫/২৮)। আল্লাহ যার মঙ্গল চান বা যার মাধ্যমে দ্বীন ইসলামের খেদমত চান তাদেরকেই তিনি দ্বিনি ইলম দান করেন। ইলম আল্লাহ প্রদত্ত নূর। চরিত্র ভাল না হ'লে ইলম অর্জন করা যায় না বা করলেও তাতে উপকার হয় না। মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে তিনি দ্বিনের সঠিক বুঝ দান করেন' (বুখারী হা/৭১)। শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, বরং জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি মানুষকেও তা শেখাতে হবে কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়' (বুখারী হা/৫০২৭)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে লোককে দ্বীন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং সে তা লুকিয়ে রাখে ক্রিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পারানো হবে' (আবু দাউদ হা/৩১০৬)। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইলমকে উঠিয়ে নিবেন না লোকদের নিকট হ'তে বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন'। অবশেষে একজন আলেমও থাকবে না, লোকেরা মূর্খদের নেতা বানাবে, তাদের জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা না

জেনে ফৎওয়া দিবে। ফলে তারা নিজে না পথদ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথদ্রষ্ট করবে' (বুখারী হা/১০০)। আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমেই ইলম উঠে যাবে এবং মূর্খরাই তখন হবে সমাজের নেতা। জিবরীল (আঃ) যখন আল্লাহর নির্দেশক্রমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অহী নিয়ে আসলেন এবং বললেন, পড়ুন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি পড়তে জানি না। অনুরূপভাবে তিন বার বললেন। এরপর জিবরীল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে জড়িয়ে ধরলেন ও বললেন, 'হে নবী আপনি পড়ুন যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন'। এভাবে সূরা আলাকুর প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয় (বুখারী হা/৪৯৫৩)।

আমাদের সমাজে দেখা যায় অনেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে মূর্খ বলে। অথচ তিনি মূর্খ ছিলেন না। বরং তিনি নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁকে কখনই মূর্খ বলা উচিত নয়। হিংসা করা হারাম তবে ঈর্ষা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করতে বলেছেন, 'সেটি হচ্ছে দানের ব্যাপারে ও জ্ঞানের ব্যাপারে' (মুত্তাফাকু আলাইহ, মিশকাত হা/২০২)। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ক্রিয়ামতের পূর্বে বিদ্যা উঠে যাবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, ব্যভিচার বেশী হবে, মদ পান বেশী হবে, (বুখারী হা/৮১; মিশকাত হা/৫২০৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন মানুষ মৃত্যু বরণ করে তখন সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি আমল ব্যতীত ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়া ২. উপকারী ইলম ৩. সৎসন্তান, যে তার পিতা মাতার জন্য দো'আ করে' (মুসলিম হা/১৬৩১)।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমাদের বর্তমান কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য অবশ্যই দ্বিনি ইলম অর্জন করতে হবে ও সে অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। আর ইলম একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করতে হবে। তাহ'লে আমরা পরকালে জান্নাতের অনাবিল শান্তি লাভ করতে পারব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

(৪)

ভাল ছাত্র হওয়ার উপায় : বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি

ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ

সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

দ্বাদশ স্তর : একজন ভাল শিক্ষার্থীর সর্বদা অনুসরণীয়-অনুকরণীয় ও পালনীয় বিষয় এমন হ'তে হবে, যা তার জীবনকে সর্বদা উন্নতির দিকে ধাবিত করে, জীবনকে (ঈমান, আমল ও আক্বীদাহ) পরিশুদ্ধ করে, মেধাকে শাণিত করে, জ্ঞানকে গভীর করে, অভ্যাসকে সংস্কার-সংশোধন করে, নীতি নৈতিকতাকে সরল ও দৃঢ় করে, চিন্তা শক্তিকে ধারাল ও সূক্ষ্ম করে, কর্মকে কলুষমুক্ত করে, আচরণকে বিনম্র করে, ব্যবহারকে মাধুর্য করে, সর্ব সাধারণকে বিমুগ্ধ করে, ফেরেশতাকুলকে বিস্মিত করে ও মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। সে বিষয়গুলি ক্রমান্বয়ে তুলে ধরা হ'ল :

১. একজন ভাল বিদ্যার্থীকে সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র অবস্থায় থাকতে হবে যেমন :

ক. শরীর এবং দাঁত সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। কারণ স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য এটি খুবই যরুরী।

খ. মাথার চুল ছেটে স্বাভাবিক ও হাত-পায়ের নখ কেটে সুন্দর করে ময়লা মুক্ত রাখতে হবে।

গ. কাপড়-চোপড় সর্বদা ধুয়ে পরিষ্কার ও পবিত্র রাখতে হবে।

ঘ. ব্যবহার্য আসবাবপত্র সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, যাতে তা ব্যবহারে মনে প্রশান্তি আসে।

ঙ. পড়ার চেয়ার-টেবিল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে।

চ. বসবাসের কক্ষ বা তার আসবাবপত্র যেমনই হোক না কেন তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর করে রাখতে হবে।

ছ. শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ সুন্দর-সাবলীল ও মাধুর্যপূর্ণ হ'তে হবে। শিক্ষার্থীকে উন্নত চিন্তা

করতে হবে। দৃঢ় আস্থায় থাকতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও ইবাদতকারী বান্দা হ'তে হবে। এতে করে শিক্ষার্থীর মান পরিচ্ছন্ন থাকবে ও প্রশান্তি লাভ করবে এবং সে লেখাপড়ায় স্বাচ্ছন্দবোধ করবে।

২. একজন শিক্ষার্থী সর্বদা অধ্যয়নে ডুবে থাকবে যেভাবে :

ক. শিক্ষার্থী যখন বাইরে যাবে তখন তার নিকটে ছোট্ট একটি অভিধান (পকেট অভিধান) থাকবে। যাতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী চিহ্নিত করা থাকবে। চলতি পথে বা কাজের ফাঁকে অথবা সামান্য অবসরে দু-একটি শব্দ অভিধান থেকে দেখে নিয়ে মনে মনে তা আওড়াতে থাকবে। এভাবে যতক্ষণ সে বাইরে কোন কাজে সময় কাটাতে ততক্ষণে তার দু-চার-দশটি শব্দ আয়ত্ত করা হয়ে যাবে। যা তার শিক্ষা জীবনের সাথে যোগ হয়ে জ্ঞানের প্রসার ঘটাবে।

খ. শিক্ষার্থী যখন কোন কাজে বাইরে যাবে তখন সে ছোট কোন গ্রন্থ (তার জন্য যে গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ অথচ ছোট্ট আকারের যা অনায়াসে বহন করা যায়) সঙ্গে নিবে।

গ. শিক্ষার্থী যখন কোন অবসর সময় কাটাতে তখনও কোন বিষয় (যা কঠিন ও জটিল বই) হ'তে কাগজে চিরকুট আকারে লিখে নিয়ে মাঝে মাঝে তার উপর চোখ বুলাতে পারে। যার ফলে বিষয়টি তার নিকটে ক্রমান্বয়ে সহজতর হয়ে উঠবে। কোন কঠিন বিষয়কে সহজ করার এটা একটা অন্যতম সহজ পদ্ধতি। এভাবে একজন শিক্ষার্থী হয়ে উঠতে পারে মেধাবী ও উচ্চ মানের ছাত্র।

ঘ. শিক্ষার্থীর নিকটে কোন বিষয় যদি কঠিন ও জটিল মনে হয়, যা তার নিজের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না; তখন তা চিরকুট আকারে লিখে পকেটে রাখবে এবং তা সমাধানে যাকেই পাবে তার নিকট হ'তে সমাধান করে নেওয়ার চেষ্টা করবে। তাতে ফল হবে কয়েকটি :

১. বিষয়টির তাৎক্ষণিক সমাধান হবে।

২. শিক্ষক বা গুরুজনের সাথে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি হবে।

৩. শিক্ষার প্রতি আগ্রহ-উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাবে। ভাল ছাত্র হয়ে গড়ে ওঠার জন্য বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর অনুসরণ করা দরকার। এইভাবে শিক্ষার্থী ভাল ছাত্র হওয়ার চেষ্টা করবে। চেষ্টার বিকল্প কিছুই নেই। তাইতো ইংরেজীতে বলা হয়, 'Try try again' (পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর)। আরবীতে বলা হয়, مَنْ جَدَّ وَجَدَّ (যে চেষ্টা করে সে সফল হয়)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষ তাই পায়, যার জন্য সে চেষ্টা করে' (নাজম ৫৩/৩৯)।

ত্রয়োদশ স্তর : ভালছাত্র হ'তে ভাল প্রশ্নকারী হ'তে হবে যেভাবে :

১. শিক্ষার্থী সর্বদা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করবে এবং তার নিজের মধ্যে প্রশ্ন কল্পনা করবে। যে প্রশ্নগুলি তাকে বিভিন্ন বিষয়ে জানার প্রতি এবং জিজ্ঞাসা করার প্রতি উৎসাহিত করবে। শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসিত মনোভাব ক্রমান্বয়ে তাকে জ্ঞানের প্রদীপ্ত জগতে প্রবেশ করাবে এবং মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী হ'তে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব নবী-রাসূলগণ সবাই নিজ মনে প্রশ্ন করতেন। অবশেষে তারা একটা সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হ'তেন। যেমন ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা করতেন স্রষ্টা কে? প্রথমত : নক্ষত্ররাজীকে, তারপর চাঁদকে, তারপর সূর্যকে স্রষ্টা মনে করেন। কিন্তু যখন ক্রমান্বয়ে সবই অস্তুমিত হ'ল তখন তিনি সিদ্ধান্তে পৌছতে সক্ষম হ'লেন যে, আমার স্রষ্টাকে দেখা যায় না। তিনি সব কিছুই উদ্ভালোকে অবস্থান করে এ সব কিছু পরিচালনা করছেন (আন'আম ৬/৭৬-৭৮)।

এখান থেকে শিক্ষার্থীর অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যা তাকে একজন যথোপযুক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিতে পরিণত করবে।

২. একজন শিক্ষার্থী সর্বদা মৌলিক প্রশ্ন কল্পনাকারী হবে। তার ভিতরে জাগবে জানার রহস্য এবং তা হবে তথ্য প্রমাণ সাপেক্ষে।

প্রশ্ন প্রস্তুত করার পদ্ধতি :

শিক্ষার্থী তার পাঠ্য বইয়ের পাঠ সংক্রান্ত বিষয়, সৃষ্টি-প্রকৃতি, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা এবং জীবন ও দ্বীন সম্পর্কে চিন্তা করে সে সম্পর্কে প্রশ্ন প্রস্তুত করবে।

সে তার প্রস্তুতকৃত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করবে স্বীয় শিক্ষক মহোদয়, অভিভাবক ও উত্তরদানে সক্ষম তেমন ব্যক্তির নিকটে।

এভাবে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করার ক্ষমতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

নিম্নে কিছু প্রশ্নের নমুনা দেওয়া হ'ল :

ক. প্রশ্ন : আমরা কেন সৃষ্টি হয়েছি ?

খ. প্রশ্ন : কী থেকে সৃষ্টি হয়েছি ?

গ. প্রশ্ন : মৃত্যুর পরে মানুষ কোথায় যায় ?

ঘ. প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা কোথায় আছেন ?

ইত্যাদি।

চতুর্দশ স্তর : একজন ভাল ছাত্রের ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও ভাষা চর্চার সময় :

শিক্ষার্থীর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে আসর ও ছুটির দিন গুরুত্বপূর্ণ সময়। শিক্ষার্থী ভালো ছাত্র হলে অবশ্যই সে পড়ার জন্য নির্ধারিত সময় নষ্ট করবে না। সুতরাং সে অবসর সময়ে ভাষা চর্চা করবে।

আধুনিক বিশ্বে ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মাতৃভাষার পাশাপাশি বিশেষ করে আরবী ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একজন শিক্ষার্থী অবসরে কীভাবে ভাষা চর্চা করবে?

হ্যাঁ! শিক্ষার্থী অবশ্যই তার দৈনন্দিন পড়া নির্ধারিত সময়ে শেষ করে, প্রথমে মাতৃভাষা অতঃপর আরবী, উর্দু, ইংরেজী ইত্যাদি চর্চা করবে। সাধারণত বিকেলে হালকা খেলাধুলা বা ব্যায়ামের পর ভাষা শিক্ষার জন্য বেশী সময় ব্যয় করবে। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ ড.

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, ‘আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমার পাঁচটি ভাষা শেখা শেষ হয়েছে’। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার বন্ধুরা যখন ঘুড়ি উড়াত তখন আমি ভাষা চর্চা করতাম’।

অতএব বোঝা গেল যে, খেলাধুলার জন্য বেশী সময় ব্যয় না করে সে সময় এবং অবসর সময়ই ভাষা চর্চার উপযুক্ত সময়।

পঞ্চদশ স্তর : একজন ভাল শিক্ষার্থীর ঈমান, আমল, আক্বীদা উত্তম ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই। তাহলে শিক্ষার্থী পার্থিব জীবনে মানসিক প্রশান্তি লাভ করবে এবং সদা সৎ ও সঠিক পথে চলবে। নতুবা বিপথগামী হবে; যা তার জন্য, তার পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। আর শিক্ষার্থী সঠিক ও বিশুদ্ধ ঈমান, আমল ও আক্বীদা পোষণ করার কারণে তার পরকালীন মুক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

১. ঈমান : একজন শিক্ষার্থী মুখে বলবে ও অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করবে এক আল্লাহ ও তাঁর গুণবাচক নামসমূহের প্রতি, ফেরেশতাকুলের প্রতি, কিতাবসমূহের প্রতি, রাসূলগণের প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং তাক্বীদের (ভাগ্যের) ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তার প্রতি এবং সে গ্রহণ করবে আল্লাহ ও রাসূলের সকল আদেশ-নিষেধকে। আর মনে রাখবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে ঈমান বৃদ্ধি পায় আর পাপ কর্মে ঈমান হ্রাস পায়।

সুতরাং শিক্ষার্থী অবশ্যই পাপ ও অন্যায় কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখবে। যদি সে পাপকর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় তাহলে সে নিশ্চিন্তে ও স্বাচ্ছন্দে অধ্যয়নের কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

২. আমল : একজন শিক্ষার্থীর ভাল করে জানতে হবে, ঈমান হ'ল মূল আর আমল (কর্ম) তার শাখা। তার ঈমান গ্রহণ করার পর সৎ আমল করা তার উপর অপরিহার্য হয়ে গেল। আর মুমিনের প্রতিটি আমলই হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ‘যারা (জেনে-বুঝে) ঈমান এনেছে ও সৎ কর্ম সম্পাদনসমূহ করেছে এবং পরস্পরকে হক্কের উপদেশ দিয়েছে ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে (তারা ব্যতীত) সকলেই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে’ (আছর ১০৩/৩)।

বিধায় শিক্ষার্থী যদি দৃঢ়ভাবে ঈমান আনে এবং বিধান অনুপাতে আমল করে তাহলে তার প্রতি আল্লাহর দয়া, রহমত ও বরকত বর্ধিত হবে এবং তার সব কাজ-কর্ম সহজ হয়ে যাবে।

একজন শিক্ষার্থীর জন্য সৎ আমলের কিছু নমুনা :

ক. ঈমান আনার পর তার উপর দৃঢ় থাকা এবং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা।

খ. রামাযানের ছিয়াম পালন করা।

গ. সৎ পথে চলা এবং হক্ক ও ধৈর্যের পরামর্শ দেওয়া।

ঘ. যে কোন কাজের শুরুতে বিস্মিল্লাহ এবং শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা।

চ. জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য আল্লাহর নিকট এভাবে দো'আ করা যেমন- ‘রব্বি যিদনী ইলমা’। অর্থ : ‘হে প্রভু! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন’ (তুহা ২০/১১৪)। ‘রব্বিশ রহলী ছদরী, ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী, ওয়াহলুল উকুদাতাম মিল লিসানী ইয়াফ কাহু ক্বাওলী’। অর্থ : ‘হে প্রভু আপনি আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। আমার কর্ম সহজ করে দিন। যাতে তারা (লোকেরা) আমার কথা বুঝতে পারে’ (তুহা ২০/২৫-২৮)।

অজানা কথা

হাস্যকর ও অযৌক্তিক যতো কুসংস্কার

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আভিধানিক অর্থ : কুসংস্কার শব্দটি বাংলা যার অর্থ 'যুক্তিহীন ধারণা অথবা ধর্মবিশ্বাস'। ইংরেজীতে Superstition অর্থ অজ্ঞাত জিনিসের প্রতি যুক্তিহীন ভক্তি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 'যুক্তিহীন ধারণা ও অসার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস; অন্ধ বিশ্বাস'। মানুষের তৈরি যুক্তিহীন এসব ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস, কথা, কাজ ও প্রথাকে সহজ বাংলায় কুসংস্কার বলা হয়। এমনই বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। সমাজ জীবনের রঞ্জে রঞ্জে কুসংস্কার সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ এসব কুসংস্কারে বিশ্বাস ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি। ইসলামে কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। কুসংস্কার হ'ল এমন কাজ, কথা ও প্রথা মানা যার কোনো বাস্তব ও ধর্মীয় ভিত্তি নেই। এসব কুসংস্কারের কারণে অনেকের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়। আবার কোথাও কুসংস্কারের কবলে জীবনহানীর ঘটনাও ঘটে। অধিকাংশ কুসংস্কারই শিরকের পর্যায়ভুক্ত। আবার কিছু বিষয় সাধারণ বিবেক বিরোধী এবং রীতিমত হাস্যকর। মূলতঃ বাজারে 'কী করলে কী হয়' জাতীয় বই এসবের সরবরাহকারী। কিছু মানুষ চরম অন্ধ বিশ্বাসে এগুলোকে লালন করে।

সমাজে প্রচলিত এসব কুসংস্কারের কারণে আল্লাহর ওপর আস্থা ও তাঁর রহমতের প্রতি

নির্ভরতা কমে যায়; চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে চিড় ধরে। ইসলাম পরিপন্থী প্রচলিত এসব প্রথা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এছাড়া কুসংস্কার বন্ধের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো সবার ঈমানী দায়িত্ব।

কেউ যদি কোন আমল করে যার আদেশ নবী করীম (ছাঃ) করেননি, তা বাতিল (মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৭)।

ইসলামের দৃষ্টিতে কুসংস্কার :

১২৪. শূকরের নাম মুখে নিলে ৪০ দিন মুখ নাপাক থাকে।

১২৫. বিনা ওযুতে বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর নাম নিলে আড়াইটা পশম পড়ে যাবে।

১২৬. সূরা ইয়াসীন পড়তে গিয়ে ভুল হলে গায়ে জ্বর আসে।

১২৭. বালিশের উপর বসা যাবেনা, বসলে ঘাড় ব্যাথা করে।

১২৮. ভাতের প্লেটে চোখের পানি ফেলতে নেই।

১২৯. আগ্নিনার অর্ধেক ঝাড়ু দিতে নেই।

১৩০. পিঁপড়া খেলে সাঁতার শিখবে।

১৩১. কেউ যদি স্বপ্নে মানুষের (তার বংশের বাইরের) কারো মৃত্যু দেখে তাহলে তার নিজের কেউ মারা যাবে।

১৩২. বাড়ি থেকে বের হবার সময় যাচ্ছি এ কথা বলা যাবে না, তার বদলে আসছি এ কথা বলতে হবে।

১৩৩. খাওয়ার সময় সালাম দেয়া-নেয়া যাবে না।

১৩৪. খাওয়ার পর যদি কেউ গা মোচড় দেয়, তবে খানা গায়ে লাগে না।

১৩৫. বৃষ্টির সময় রোদ দেখা দিলে শিয়ালের বিয়ে হয়।

১৩৬. ঘরের ময়লা, আবর্জনা, পানি ইত্যাদি রাতে বাইরে ফেলা যাবে না।

১৩৭. বাসর ঘরে স্ত্রী নিকট দেন মোহর মাফ চেয়ে নিলেই চলে, দিতে হয় না।

১৩৮. খালি মুখে মেহমান ফেরত গেলে অমঙ্গল হয়। কাউকে শুধু পানি দেয়া উচিত না।

১৩৯. গাড়ীর নিচে ছেঁড়া স্যান্ডেল বাধলে তা দুর্ঘটনায় পড়বে না।

১৪০. রাতে গাছ থেকে ফল পাড়া উচিত না।

১৪১. রাতে গাছের পাতা ছিঁড়া যাবে না।

১৪২. নতুন কাপড় পরিধান করার পর পিছনে তাকাতে নেই।

১৪৩. গাড়ী/রিক্সা চালানো শুরু করতে প্রথমে গাড়ি/রিক্সা ও কপালে হাত রেখে সালাম করতে হয়।

১৪৪. মহিলারা হাতে বালা বা চুড়ি না পরলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।

১৪৫. স্ত্রী নাকে নাক ফুল না রাখলে স্বামীর হায়াত কমে যায়।

১৪৬. ছোট ছেলের হারনিয়া রোগ দূর করার জন্য কান ছিদ্র করতে হবে।

১৪৭. পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা উচিত না।

১৪৮. বাম হাতে মেহেদী ব্যবহার করা যায় না, করলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে অপমান করা হয়। কেননা তিনি দাড়িতে মেহেদী মাখতেন।

১৪৯. হজ্জ থেকে ফেরত আসলে ৪০ দিন ঘরে বসে থাকতে হয়।

১৫০. নতুন ঘরে উঠতে বা ব্যবসা শুরু করতে মীলাদ দিতে হয়।

১৫১. মৃত ব্যক্তির জন্য চল্লিশা, মৃত্যু বার্ষিকী না করলে মৃতের আত্মা কষ্ট পায়।

১৫২. মেয়ে সন্তান হয় স্ত্রীর দোষে।

১৫৩. জন্মের পর বার বার সন্তান মারা গেলে অরুচিকর নাম রাখলে সন্তান বেঁচে যায়।

১৫৪. বুড়ো হলে হজ্জ করা উচিত, যুবক বয়সে হজ্জ করা ঠিক না।

১৫৫. প্লেট চেটে খেলে কন্যা সন্তান হয়।

১৫৬. শবে বরাতের রাতের গোসল করলে গুনাহ মাফ হয়।

১৫৭. মসজিদে লাল বাতি জ্বলা অবস্থায় ছালাত পড়া নিষেধ।

১৫৮. বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে মূল্যবান।

১৫৯. যে ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় সে ঘর না কি চল্লিশ দিন নাপাক থাকে।

১৬০. মৃতের নখ, শরীরের বিভিন্ন স্থানের চুল পরিষ্কার করে দিতে হয়।

১৬১. মেয়ে সন্তান হ'লে বাম কানে আযান দিতে হয় না আর ছেলে সন্তান হলে ডান কানে আযান দিতে হয়।

১৬২. টাখনুর উপর কাপড় শুধু ছালাতের সময় উঠাতে হয়।

১৬৩. ক্রিয়ামতের আলামত : বেগুন গাছের তলায় মানুষের হাট বসবে।

১৬৪. নাম বদলালে আকীকা দিতে হয়।

১৬৫. কবরের দিকে আস্তুল দিয়ে ইশারা করা নিষেধ।

১৬৬. বমি হ'লে ওয়ু ভেঙ্গে যায়।

১৬৭. প্রবল ঝড়-বৃষ্টি বন্ধের জন্য আযান দিতে হবে।

১৬৮. কেউ হঠাৎ ভয় পেলে বুকে থুথু দিতে হয়।

১৬৯. বাচ্চা বিছানায় পেশাব করলে তাবিজ দিতে হয়।

১৭০. শালি দুলাভাই আপন ভাই বোনের মত, পর্দা লাগে না।

১৭১. আযান শুনলে মেয়েরা মাথায় কাপড় দিবে, অন্য সময় না দিলেও চলে।

১৭২. গীর বাবা সন্তান দিতে পারে।

১৭৩. গাছের প্রথম ফল চুরি হলে গাছে আর ফল ধরে না।

১৭৪. রান্না করার জন্য হলুদ ধার দেয়া যাবে না।

১৭৫. জামা গায়ে থাকা অবস্থায় সেলাই করলে অসুখ হয়।

১৭৬. শরীর কেটে রক্ত পড়লে ছিয়াম ভেসে যায়।

১৭৭. ওয়ু না করলে কুরআন স্পর্শ করা যায় না।

১৭৮. আল্লাহ তা'আলা নবী (ছাঃ) কে সৃষ্টি না করলে কোন মানুষ সৃষ্টি করতেন না।

১৭৯. নবী নূরের তৈরি, মাটির নয়।

১৮০. কুকুরে কামড়ালে মানুষের পেটে কুকুরের বাচ্চা হয়।

১৮১. পেশাবের পর কুলুপ ধরে চল্লিশ কদম না চললে নাপাকি যায় না।

১৮২. পশ্চিম দিকে পা দিয়ে বসা বা শুয়া যায় না।

১৮৩. আবদুল কাদের জিলানী মায়ের পেটে ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করেছেন।

‘সোনামণি’-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আলাহুর উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাওয়াল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ে প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

৯৬. সুস্থ মানুষের শরীরে প্রায় ৫ লিটার রক্ত থাকে। খাবার সময় অনেকের ঘুম আসে তার কারণ রক্তের চাপ পাকস্থলিতে চলে আসে। এতে মস্তিষ্কে রক্তের ঘাটতি হয় ফলে ঘুম আসে।

৯৭. এক নাগাড়ে ২.৩০ মি. কাজ করতে দু'টি কলা যথেষ্ট। কলায় আয়রণ থাকে ফলে রক্তে হিমোগ্লোবিন বৃদ্ধি পায় ও রক্ত স্রব্বতা রোধে সহায়তা করে। উচ্চ রক্তচাপ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায় এবং ওজ্জ্বল্য বাড়ায়।

৯৮. মাথার মধ্যে বা মগজে মিউরন সব রকম স্মৃতি ধরে রাখার কাজ করে। এটা স্মৃতি গুছিয়ে রাখে এবং যখন দরকার তা মনে করিয়ে দেয়। মিউরনে গড়মিল হলে আমরা সব ভুলে যায়।

৯৯. আনারস ক্যান্সার নিরাময়, ঠাণ্ডা লাগা রোধে উপকারী এবং জ্বর ও লিভারের মহৌষধ।

১০০. পিটে ব্যথা হলে যা করণীয় : (১) উভয় পাশে শুবে (২) নরম বিছানায় শুবে না (৩) নরম গদি বা সোফা বা চেয়ারে বসবে না (৪) নিয়মিত ব্যায়াম, হাঁটা-চলায় ব্যথা কমে যায় (৫) বেশী ভারী জিনিস উঠাবে না ((৬) খাবার নিয়ন্ত্রণ করবে। ৭) অনেক ক্ষেত্রে শুধু বসে বা শুয়ে আলসেমি করলে এমন হয়

১০১. খেজুরের পুষ্টিগুণ অপরিমিত।

১০২. হলুদ ম্যালেরিয়া নিরাময়ে সহায়ক।

-চলবে

গল্পে জাগে প্রতিভা

(১)

কৃতঘ্ন

মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ঢাকার আব্দুল্লাহপুর গ্রামের আরু বকরের একমাত্র পুত্র আব্দুল্লাহ। সে ঐ গ্রামের দারুল হাদীছ সালাফী মাদরাসায় লেখা-পড়া করে। সে খুবই নম্র ভদ্র, দ্বীনদার, পরহেযগার, ও উদার মনের অধিকারী ছেলে। ছোটবেলা হ'তেই সে সোনামণি সংগঠনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। বর্তমানে সে ঐ এলাকার সোনামণি সংগঠনের একজন দায়িত্বশীল। সে একটি আয়াত বারবার স্মরণ করে, মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা সৎকাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং অসৎকাজ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আর ভয় কর আল্লাহকে। জেনে রেখ আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর (মায়দাহ ৫/২)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ততক্ষণ কোন বান্দাহর সাহায্যে রত থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকেন। তার এক বন্ধু আবিদ এক সময় তার মাদরাসায় পড়ত। বর্তমানে সে পার্শ্ববর্তী এক মাদরাসার ছাত্র। আব্দুল্লাহর লেখা-পড়ার উন্নতি ও সাংগঠনিক অগ্রগতিতে সে হিংসার আগুনে জ্বলে। কিন্তু সে জানে যে, আব্দুল্লাহ অত্যন্ত নরম ও পরোপকারী স্বভাবের ছেলে। একদিন রাতে হঠাৎ আব্দুল্লাহর মোবাইলে কল আসল। ফোন রিসিভ করে সালাম দিতে এক কাতর কণ্ঠ ভেসে আসল।

বন্ধু আমি বিপদে পড়েছি। আমাকে সাহায্যে করবে? আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করল কে? উত্তর আসল আমি তোমার বন্ধু আবিদ আমার মা খুব অসুস্থ। এখনই আমাকে বাড়ী যেতে হবে। আমার বাড়ী নাটোর যেলায়। আমাকে কমলাপুর রেলস্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে? আব্দুল্লাহ তৎক্ষণাৎ রাযী হয়ে অনেক কষ্ট করে বৃষ্টিতে ভিজে তাকে রেল স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসল। আবিদ বাড়ী থেকে ফিরে এসে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে লাগল। সে তার সারা মাদরাসায় ছড়িয়ে দিল যে, আব্দুল্লাহ সংগঠনের টাকা মেরে খেয়েছে, ইত্যাদি। আব্দুল্লাহর গ্রামের এক ছেলে ঐ মাদরাসার ছাত্র। সে আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে এসব কথা শুনে আব্দুল্লাহকে জানালে আব্দুল্লাহ খুবই দুঃখিত হল। অতঃপর সে আল্লাহর উপর ভরসা করে ধৈর্য ধারণ করল। কিছুদিন পরে সাংগঠনিক কাজে আব্দুল্লাহ কমলাপুর এলাকায় গিয়েছিল কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে। সেখানে গিয়ে সে দেখল যে, আবিদ অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে রাস্তার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আব্দুল্লাহ তার বন্ধুদের নিয়ে আবিদকে মেডিকেল নিয়ে গেল এবং সাংগঠনিকভাবে সার্বিক সহযোগিতা করে তাকে উত্তমভাবে সেবা করল। এতে আবিদ সুস্থ হয়ে উঠল। আব্দুল্লাহর এই উত্তম আচরণের জন্য আবিদ লজ্জিত হয়ে তার কাছে ক্ষমা চাইল।

শিক্ষা : ১. যে উপকারীর অপকার করে তাকে কৃতঘ্ন বলা হয়। ২. সর্বদা উপকারীর উপকার করতে হবে। ৩. পরের ক্ষতি করতে গেলে নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়।

(২)

লোভ

শামসুন নাহার

শিক্ষিকা, মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একজন লোকের দু'টি পরিবার ছিল। তারা এক বাড়ীতে বাস করত। বড় স্ত্রী এবং ছোট স্ত্রী। একদিন বড় স্ত্রী ভাবল, তার স্বামীর সম্পত্তি থেকে কিভাবে ছোট স্ত্রী ও তার সন্তানদেরকে বঞ্চিত করা যায়। ভাবতে ভাবতে সে সিদ্ধান্ত নিল যে, ছোট স্ত্রীর সন্তানকে খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে খাওয়াবে। রাতে খাবারের সাথে দুধ ছিল। তাই সে দুধের সাথে বিষ মিশিয়ে একটি লাল গ্লাসে ছোট স্ত্রীর ছেলের জন্য রেখে দিল। আর সাদা গ্লাসে ভাল দুধ রাখল তার নিজের ছেলের জন্য এবং গোপনে তাকে জানাল। কিন্তু ছেলেটি তা ভুলে গেল। তাদের অজান্তেই ছেলে দু'টি ঘরে প্রবেশ করল এবং ছোট স্ত্রীর ছেলে সাদা গ্লাসের দুধ আর বড় স্ত্রীর ছেলে লাল গ্লাসের দুধ পান করল। আল্লাহর কি অশেষ কৌশল! পরের দিন সকালে উঠে বড় স্ত্রী দেখল ছোট স্ত্রীর ছেলে ছালাত পড়ছে। আর নিজের ছেলে ঘুম থেকে উঠেনি। তখন সে গিয়ে দেখল তার ছেলে মারা গেছে। তা দেখে সে খুবই মর্মান্বিত ও অনুতপ্ত হ'ল এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল।

শিক্ষা : কথায় আছে, যে অন্যের জন্য কুপ খনন করে সে নিজেই তাতে পতিত হয়। যেমন প্রবাদে আছে অতি লোভে তাতী নষ্ট। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। তাই আমাদের সকলের উচিত অন্যের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা না করা। আর আমরা যদি ক্ষতি করি তাহলে ইহকালে শাস্তি এবং পরকালে মুক্তি পাবনা।

(৩)

অন্যকে চুরির অপবাদ

নাবীল, বগুড়া।

একটি বাড়ীতে দু'ভাই স্ব-পরিবারে বাস করত। বড় ভাইয়ের ছিল এক মেয়ে। সে শান্ত-শিষ্ঠ ও ভদ্র এবং লেখাপড়ায়ও ভাল ছিল। অপরপক্ষে ছোট ভাইয়ের এক ছেলে ছিল। সে ছিল দুষ্ট প্রকৃতির এবং ভালভাবে লেখাপড়া করত না। ছোট থেকেই তার চুরির অভ্যাস ছিল। একদিন বড় ভাইয়ের মেয়ে কোন এক প্রয়োজনে তার চাচার ঘরে গিয়েছিল। সেদিনই তাদের ঘর থেকে টাকা হারিয়ে যায়। ফলে ছোট ভাইয়ের স্ত্রী বড় ভাইয়ের সেই মেয়েটিকে টাকা চুরির অপবাদ দেয়। ফলে দুই ভাইয়ের পরিবারে ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। বড় ভাইয়ের চরিত্রবান মেয়েটি টাকা চুরি করেনি, এর পরেও অপবাদের শিকার। তাই তারা কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট বিষয়টি পেশ করে ধৈর্য ধারণ করে। কয়েকদিন পর ছোট ভাইয়ের সেই দুষ্ট ছেলেটি গ্রামের বদমাশ ছেলেদের সাথে মিশে মাদরাসার টিন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল। বস্তৃত সেই তার পিতার ঘর থেকে টাকা চুরি করেছিল যা সে তখন স্বীকার করেনি। এতে ছোট ভাই ও তার স্ত্রী ভীষণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং বড় ভাইয়ের পরিবারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

শিক্ষা : আমাদের দরকার চারদিক দেখে অন্যকে দোষ দেওয়া। না জেনে অন্যকে অপবাদ দিলে নিজের ঘাড়ে তা আসতে পারে।

ক বি তা ঙ্গ চ্ছ

বাতিলের ঐ বন্ধ দুয়ার

আব্দুল্লাহ আল-মারুফ

কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

বাতিলের ঐ বন্ধ দুয়ার খুলে

সোনামণিরা আয়রে দুলে দুলে

সাজাবো মোরা জীবনটাকে

অহীর ফুলে ফুলে ॥

রাসুলের আদর্শ দিয়ে গড়ব জীবন মোরা
চাঁদনী রাতে গগন মাঝে আমরা দীপ্ত তারা (২)

পথ হারাদের আনব ফিরে

সঠিক পথের মূলে ॥ ঐ

কুরআন-সুন্নাহর মশাল জ্বেলে ঘুচাব অন্ধকার
ঘুণে ধরা এই সমাজটাকে করব সংস্কার (২)

সফল হয়ে পার হতে চাই

আখেরাতের পূলে ॥ ঐ

মাহে রামাযান

নাজমুল হুদা

শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস সালাফী

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম হে মাহে রামাযান,

তোমায় পেয়ে আনন্দিত সকল মুসলমান।

তোমার সুধায় সিক্ত হ'ল সব ছায়েমের দিল,

তোমার ছোঁয়ায় খুলে গেল বন্ধ মনের খিল।

সবার মনের মাঝে দিলে নিষ্পাপ ফুলের বাগ,

শিক্ষা দিলে মুছে ফেলতে মনের কালো দাগ।

তোমায় পেয়ে যোজন পেলনা নিজের পাপের ক্ষমা,

তার চেয়ে কেউ হতভাগা আছে,

আমার নাইকো জানা।

প্রভুর দয়া, আর বরকত যে চায় দিনে রাতে,

সঠিক সময়ে সে যেন ভুলেনা সাহারী খেতে।

একটি খেজুর দিয়েও যোজন করাবে ইফতারী,

ছায়েমের মত সমান নেকীর হবে সে অধিকারী।

মিথ্যা কথা অশ্লীলভাষা করলনা যে পরিহার,

তার খাদ্য পানীয় পরিহারে নেই কোন দরকার।

ইবাদত যত করিনা মোরা দিই তাতে মূল্য,

ইবাদতের জগতে হবেনা ছিয়ামের সমতুল্য।

সময়ের মূল্য

আফযাল হুসাইন

এম.এ. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবন আমার সাদা পাতা

লিখব আমি কী-যে,

এটি নিয়ে পরীক্ষা হলে

থাকি ভাবনার মাঝে।

চিন্তা আমার এলোমেলো

পরিশ্রমের ঘর শূন্য,

তাইতো আমি হচ্ছি ব্যর্থ

করতে খাতা পূর্ণ।

সময়ের মূল্য দেইনি আমি

করেছি কত নষ্ট,

তাইতো এখন জীবন আমার

ভুলে পথ ভ্রষ্ট।

তিনটা ঘণ্টা আছে নির্ধারণ

করতে রচনা জীবন,

আলস্যে সময় কাটিয়েছি বলে

লিখতে পারিনা এখন।

এমনি করে বেজে উঠলো

শেষের ইতি ঘণ্টা,

তাইতো হলো বরাপাতা

স্বপ্নের এই জীবনটা।

আগে যদি বুঝতাম আমি

সময়কে চিনতাম,

কঠোর শ্রমের মূল্যে-ঐ

সময়কে কিনতাম।

সোনামণি

আহমাদ যুবাইর, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমরা ছোট সোনামণি
আল্লাহকে ভয় করি
রাসূলের তরীকায় চলি
কুরআন হাদীছ পড়ি।
আমরা সোনামণি
রাসূলের আদর্শে জীবন গড়ি
অহীর বিধান মানি
গড়ব মোরা দেশখানি।
কুরআন-হাদীছ পড়ি
আমরা সোনামণি
সুন্দর জীবন গড়ি
সত্য কথা বলি
আমরা ফুলের কলি।

মা

মুহাম্মাদ জাওয়াদ হাসান খাঁন
তুলাগাঁও, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

দশমাস দশ দিন গর্ভে ধরেছেন আমায়,
যখন আমার ছিলনা কেউ,
তিনি ছিলেন মোর সহায়।
সয়েছেন তিনি প্রসব বেদনা,
রেখেছিলেন মোরে মায়ায়।
নিজে না খেয়ে থেকেছেন ক্ষুধায়,
আর দিয়েছেন অন্ন আমায়।
তিনি করেছেন মোর সেবা যত্ন
যখন আমি ছিলাম কষ্টে জাতনায়।

‘সোনামণি সংগঠন’র ‘মূলমন্ত্র’
রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া
সাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়া।

এ ক টু খা নি হা সি

স্টার জলসা

নাজমুল্লাহার, ছানাবিয়াহ ১ম বর্ষ
মহিলা সালাফিয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পুলিশ : রাতে আপনার ঘরে চোর
টুকে সবকিছু নিয়ে গেছে, কিন্তু TV নেয়নি
কেন?

মহিলা : আমি তখন TV তে স্টার জলসা
দেখছিলাম, তাই ওটা নিতে দেই নি।
হায় রে স্টার জলসা!!!

দুই বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন

আব্দুর রাফি, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : জানো, আমি গতকাল
চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম,

২য় বন্ধু : তুমি কী কী দেখেছ?

১ম বন্ধু : আমি বাঘ, বানর, হাতি ও হরিণ
দেখেছি এবং বাঘের পিঠেও চড়েছি।

২য় বন্ধু : কি! তুমি বাঘের পিঠে চড়েছ ?
বাঘ তোমাকে খেয়ে ফেলেনি?

২য় বন্ধু : আরে না না.... বাঘটাতো
সিমেন্টের তৈরী ছিল।

দুর্ঘটনার ভয়

যুবাক্বের ইসলাম, ৩য় শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছায়েম : কয়েকদিন থেকে প্লেনে যাতায়াত
করোনা কেন?

রাশেদ : দুর্ঘটনার ভয়ে।

ছায়েম : কিসের দুর্ঘর্না? মরণ তো তোমার আমার আসবেই।

রশেদ : আমাদের না এসে যদি পাইলট এর আসে।

ছায়েম : ও, এই দুর্ঘটনার ভয়ে।

রশেদ : হ্যাঁ! হ্যাঁ!! হ্যাঁ!!! এই দুর্ঘটনার ভয়ে, বুঝলে তো এখন।

আগুন জ্বালা

নাদিরশ্যামান, ৬ষ্ঠ শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

শিক্ষক : যখন পৃথিবীতে আগুন থাকবে না তখন মানুষ কী দিয়ে আগুন জ্বালাবে?

ছাত্র : স্যার এটা তো খুব সহজ।

শিক্ষক : কীভাবে?

ছাত্র : চুলার মধ্যে রবি সিম দিয়ে বলবো জ্বলে উঠো আপন শক্তিতে।

মন খারাপ

আবু উবাইদা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, রাজশাহী

রায়হান : বন্ধু! মন খারাপ করে বসে আছ কেন?

রফীক : মুরগিটা হারিয়ে গেছে।

রায়হান : হা! হা! হা! করে হেসে বলল, তোমার মুরগি হারিয়ে গেছে, আর আমার তো এক বন্ধু চলে গেছে, তাই আমি মন খারাপ করিনি।

রফীক : চিৎকার দিয়ে বলল, তোমার বন্ধু কি ডিম পাড়তো।

দুই পাগলের মধ্যে কথোপকথন

নাহিদা, ৯ম শ্রেণী

মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১ম পাগল : জানিস, আজ আমি একসাথে কয়েকশত ডিম খেয়েছি।

২য় পাগল : আরে বলিস কি! একসাথে এতো ডিম খালি কী করে।

১ম পাগল : কেন, ভাত দিয়ে খেয়েছি।

২য় পাগল : হাঁসের ডিম না মুরগীর ডিম।

১ম পাগল : আরে না, মাছের ডিম খেয়েছি।

রাজধানী

তাহেরা সানাম, ৭ম শ্রেণী

মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মায়ের অতি আদরের ছোট ছেলে দো'আ করছে হে আল্লাহ! তুমি কানাডাকে সুইডেনের রাজধানী বানিয়ে দাও! ছেলের এই দো'আ শুনতে পেয়ে মা বললেন-- তুমি হঠাৎ এরকম দো'আ করছ কেন?

ছেলে : আমি পরীক্ষায় সুইডেনের রাজধানী কানাডা লিখে এসেছি।

আমাকে কলা দাও

আব্দুল আলীম, ৪র্থ শ্রেণী

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া, রাজশাহী

(নাঈম বড়ই কৃপণ! সে একবার কলা কিনতে গেল)

নাঈম : দোকান্দার ভাই, এই ছোট কলাটার দাম কত?

বিক্রেতা : তিন টাকা।

নাঈম : দুই টাকায় দেবে কি না বলো?

বিক্রেতা : বলো কি! কলার চোঁচা দামই তো দুই টাকা।

নাঈম : এই নাও এক টাকা। চোঁচা রেখে আমাকে কলা দাও!

সাহিত্যঙ্গন



মতামত ও প্রশ্নোত্তর

কবি-সাহিত্যিকদের উপাধি

উপাধি	কবি-সাহিত্যিকের নাম
বিশ্বকবি/নাইট	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বিদ্রোহী কবি	কাজী নজরুল ইসলাম
গদ্যের জনক/বিদ্যাসাগর	ঈশ্বরচন্দ্র
সাহিত্য সন্দ্রাট	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
যুগসন্ধিক্ষণের কবি	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
কাব্যসুধাকর	গোলাম মোস্তফা
রায়গুণাকর	ভারতচন্দ্র
বাংলার মিল্টন	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মুসলিম রেনেসার কবি	ফররুখ আহমদ
গুণরাজখান	মালাধর বসু
রূপসী বাংলার কবি/তিমির হননের কবি	জীবনানন্দ দাশ
দৌলত উজির	বাহারামখান
মাইকেল	মধুসূদন দত্ত
কবিকঙ্কণ	মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
যাযাবর	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন	নজিবর রহমান
দুঃখবাদের কবি	যতীন্দ্রনাথ বাগচী
কবিশ্বর/মহাকবি	আলাওল
স্বপ্নাতুর কবি	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহু। ‘সোনামণি প্রতিভা’র সম্মানিত দায়িত্বশীল ও শুভাকাঙ্ক্ষীবৃন্দ আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা ভাল আছেন। আমি ‘সোনামণি প্রতিভা’র একজন নিয়মিত পাঠিকা। বৃক্ষবিহীন যেমন ফল পাওয়া অসম্ভব, ঠিক তেমনি ভাল শিক্ষক ব্যতীত সঠিক শিক্ষা পাওয়া অসম্ভব। সবার জীবনে কেউ না কেউ প্রিয় শিক্ষকের স্থানটা দখল করে আছেন। কিন্তু আমারটা একটু ব্যতিক্রম। কেননা আমার প্রিয় শিক্ষক হ’ল ‘সোনামণি প্রতিভা’। এই পত্রিকার কাছ থেকে আমি প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শিখছি। এর প্রতিটি বিভাগ আমার শিক্ষকের ভূমিকা পালন করছে। আমি অজানা অনেক কিছু ‘সোনামণি প্রতিভা’র কাছ থেকে জানতে পারছি। মানুষ যেমন অপেক্ষা করে কোন যানবাহনের জন্য কখন তা আসে এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়, ঠিক তেমনি আমিও প্রতি সংখ্যার জন্য পথ চেয়ে থাকি কখন আমার প্রিয় ‘সোনামণি প্রতিভা’টি আসে এবং আমি এটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটায়। এর মাধ্যমে আমি কুরআন, হাদীছ, অজানা কথা, প্রবন্ধ, ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারি। তাই আশা করি যারা ‘সোনামণি প্রতিভা’ পাঠ করে তাদেরও এটি প্রিয় পত্রিকা হবে। ‘সোনামণি প্রতিভা’ পত্রিকাটি জাতির বিবেককে নাড়া দিয়ে এক নব দিগন্তের দ্বার খুলে দিবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন ‘সোনামণি প্রতিভা’র দায়িত্বশীলবৃন্দকে হকের উপর অটল রাখেন- আমীন!

সুমাইয়া, ১০ম শ্রেণী
মহিলা সালফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।



মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম

হেয়াতপুর, দাউদপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

মোবাইল ফোনের বিবর্তন



১ম দশক। যখন মিস ডায়াল
২ম দশক। মোবাইল ফোন
৩ম দশক। মোবাইল ফোন
৪ম দশক। মোবাইল ফোন
৫ম দশক। মোবাইল ফোন
৬ম দশক। মোবাইল ফোন
৭ম দশক। মোবাইল ফোন
৮ম দশক। মোবাইল ফোন
৯ম দশক। মোবাইল ফোন
১০ম দশক। মোবাইল ফোন

১ম দশক। যখন মিস ডায়াল
২ম দশক। মোবাইল ফোন
৩ম দশক। মোবাইল ফোন
৪ম দশক। মোবাইল ফোন
৫ম দশক। মোবাইল ফোন
৬ম দশক। মোবাইল ফোন
৭ম দশক। মোবাইল ফোন
৮ম দশক। মোবাইল ফোন
৯ম দশক। মোবাইল ফোন
১০ম দশক। মোবাইল ফোন

১ম দশক। যখন মিস ডায়াল
২ম দশক। মোবাইল ফোন
৩ম দশক। মোবাইল ফোন
৪ম দশক। মোবাইল ফোন
৫ম দশক। মোবাইল ফোন
৬ম দশক। মোবাইল ফোন
৭ম দশক। মোবাইল ফোন
৮ম দশক। মোবাইল ফোন
৯ম দশক। মোবাইল ফোন
১০ম দশক। মোবাইল ফোন

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখন মোবাইল ফোনের গুরুত্ব অনেক। সারা বিশ্বে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে গেছে মোবাইল সেবা। চাইলেই মোবাইলের মাধ্যমে হাযার হাযার মাইল দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন যে কেউ। একটি মোবাইল ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন ভাবাই যায় না। মোবাইলে ইন্টারনেট প্রযুক্তি যোগ হওয়ার পর থেকে দৃশ্যপট আরো পাল্টে গেছে। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে তাই মোবাইলের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এখন মোবাইল দিয়ে শুধু কথা বলা যায় না বরং এতে যোগ হয়েছে সর্বশেষ প্রযুক্তির সব আবিষ্কার। ক্যামেরা যোগ হওয়ায় ছবি তোলা, ভিডিও করা ও সেটা আদান-প্রদান সম্ভব হচ্ছে। স্মার্টফোন বাজারে আসার পর থেকে মোবাইলকে ‘মাল্টিমিডিয়া’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। এখন একটি মোবাইল একটি মিনি কম্পিউটারের মতো সব কাজই করতে পারে। কিন্তু মোবাইলের এই উৎকর্ষের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ গবেষণা ও গবেষকদের অক্লান্ত শ্রমের ইতিহাস। শুরু দিকে যে যন্ত্রের মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান করা

সম্ভব হয়, তা আলাদা একটি শক্তিসম্ভার সমেত বয়ে নিয়ে বেড়াতে হ’ত। গাড়িতে রেডিও ট্রান্সমিশনের সফলতার পর ‘কার টেলিফোন’-এর দেখা পাওয়া যায়। ১৯৪২ সালের দিকে হাতে বহন উপযোগী মোবাইল তৈরি সম্ভব হ’লেও সেটি ‘প্রাইভেট মোবাইল’ ছিল না। নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে মোবাইল ট্রান্সমিশনের অধ্যায়টি মোবাইল জগতে গুরুত্বপূর্ণ। তবে ১৯৭৩ সালের পর থেকে আজকের দিনের মোবাইলের পথ চলায় গতি যোগ হয়। এরপর এসেছে মেসেজিং, ছবি প্রেরণ, ই-মেইল, মোবাইল ইন্টারনেট, ক্যামেরা মোবাইল, ফ্লিপ ফোন, টাচস্ক্রিন সেবা। সে ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। যত সামনের দিকে আমরা যাচ্ছি তত আধুনিক মোবাইল প্রযুক্তি আমাদের হাতে আসছে। সামনের দিনে মোবাইলকে আরও উচ্চ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যবহারবান্ধব করার দিকেই চলছি আমরা।

ভবিষ্যতের বিস্ময় :



ভবিষ্যতের মোবাইল ফোন সেট অসামান্য প্রযুক্তি-নির্ভর হবে তা নিশ্চয় বলতে হবে না। কথা বলা ও মেসেজ আদান-প্রদান করার বাইরে নেটওয়ার্ক জেনারেশন ‘ফাইভ জি’ ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা পাবে। এ ছাড়া ভিডিও কলিং সেবা সবার হাতে পৌঁছে যাবে। মোবাইল সেট বাঁকানো যাবে ইচ্ছামতো। প্রজেক্টরের কাজ করা যাবে ছোট এই মোবাইল দিয়েই। স্পর্শ সক্রিয়

মোবাইলের কিবোর্ড বাতাসে ভাসমান অবস্থায় ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া শিগগিরই ঘড়ি বা চশমার সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল সেবা পাওয়া যাবে। ‘গ্লোসি মোবাইল’ বা কাচের মতো স্বচ্ছ মোবাইলের কথা অহরহ শোনা যায়। যার এক পাশ থেকে অন্য পাশ পরিষ্কার দেখা যায়। এ ধরনের মোবাইল প্রযুক্তি খুব বেশি দূরে নয়। কিন্তু শুধু ডিজাইন নয় অভাবনীয় উন্নত প্রযুক্তির দেখা মিলবে অদূর ভবিষ্যতে। হাতের স্পর্শ ছাড়া শুধু মুখের কথায় বা চোখের ইশারায় কাজ করতে সক্ষম এমন মোবাইল সেট তৈরির স্বপ্ন রয়েছে প্রযুক্তি নির্মাতাদের। এসব প্রযুক্তি-নির্ভর মোবাইল নিজে থেকেই আপনাকে জানাবে নির্দিষ্ট গন্তব্যের মানচিত্র, আবহাওয়া-বিষয়ক বার্তা। ভবিষ্যতের মোবাইল শুধু মোবাইল ফোন ছাড়াও একটি কম্পিউটারের বিকল্প হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হয়।

হাতে বহনযোগ্য প্রথম মোবাইল :



১৯৭৩ সালের আগে মোবাইল ফোন সংযুক্ত থাকত গাড়িতে বা কোনো বাহনের সঙ্গে। কিন্তু নিজের সঙ্গে মোবাইল বহনের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল। মটরোলা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মার্টিন কুপার প্রদর্শন করেন হাতে বহন-উপযোগী একটি মোবাইল সেট। বর্তমানে আমরা যে মোবাইলের আদল দেখছি তার গোড়াপত্তন ঘটে। মটরোলার এই সেট থেকে প্রথম ফোনটি করা হয় ড. জোয়েলের কাছে। এই মোবাইল সেটটির প্রটোটাইপ দেখানো হয় যার ওজন ছিল ১.১ কেজি। ২৩ সেন্টিমিটার লম্বা, ১৩ সেন্টিমিটার গভীর এবং ৪.৪৫

সেন্টিমিটার প্রশস্ত। প্রটোটাইপটি দিয়ে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট কথা বলা যেত। ৩০ মিনিট কথা বলার পর সেটটি বন্ধ হয়ে যেত। পুনরায় চার্জ দিতে কমপক্ষে ১০ ঘণ্টা সময় লাগত। মটরোলার চিফ পোর্টেবল কম্যুনিকেশন ছিলেন জন এফ মিচেল। তার অবদানের কথা ভুলে গেলে চলবে না। হাতে বহন-উপযোগী এই মোবাইল সেটটি মোবাইল দুনিয়া বদলে দেয়। ব্যক্তিগত ব্যবহার ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের উপযোগী এই সেটটি তৈরির পেছনে অনেক শ্রম দিয়েছেন জন এফ মিচেল। যাই হোক, হাতে বহনযোগ্য মোবাইল তৈরিতে তার অনুপ্রেরণা ও মার্টিন কুপারের ডিজাইন এবং প্রযুক্তির সম্মিলন অসম্ভবকে সম্ভব করে। পরে ১৯৮৩ সালে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার উপযোগী মোবাইল ফোন সেটটি বাজারে ছাড়ে মটরোলা।

আইফোনের রাজত্ব :



আইফোন মোবাইল ফোন জগতে বিপ্লব ঘটানো এক প্রযুক্তি নিয়ে আসে। বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদদের কাছে এর আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। সারা বিশ্বে আইফোনের বাজার ছড়িয়ে আছে। ব্যবহারকারীদের কাছেও এটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে প্রথম সংস্করণের পর থেকেই। অ্যাপল ইনকর্পোরেটের সর্বাধুনিক ইন্টারনেট ও মাল্টিমিডিয়া সংযুক্ত এক ধরনের স্মার্টফোন এটি। অ্যাপলের সাবেক সিইও স্টিভ জবস প্রথম আইফোন অবমুক্ত করেন ২০০৭ সালের ৯ জানুয়ারী। তখন আইফোনের আইওএস ব্যবহারকারীদের মধ্যে আলোড়ন তুলতে সক্ষম

হয়। আইফোনের বিশেষত্ব হচ্ছে, এটিকে ভিডিও ক্যামেরা হিসাবে ব্যবহারের পাশাপাশি ক্যামেরা ফোন, বহনযোগ্য মিডিয়া পেলার, ইন্টারনেট মাধ্যম, ভিজুয়াল ভয়েস মেইল ক্লাইটসহ ওয়াইফাই ও থ্রিজি কানেকটর হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আইফোনের পর্দাটি মাল্টি টাচস্ক্রিন ধরনের হয়ে থাকে। যেখানে একটি ভার্চুয়াল কিবোর্ড সুবিধা পাওয়া যায়। অ্যাপিকেশন সফটওয়্যারগুলো আইফোনের জন্য অ্যাপলের বিশেষ অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোডের সুবিধা আছে। এসব অ্যাপিকেশনের মাধ্যমে আইফোনকে খেলাধুলা, জিপিএস নেভিগেশন, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র দেখার কাজে সহজেই ব্যবহার করা যায়। আইফোন শুধু মোবাইল ফোন নয়, এটি একটি পূর্ণ মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস হিসাবে জনপ্রিয়। আইফোন নির্মাণের জন্য অ্যাপল ইনকর্পোরেশন ২০০৫ সাল থেকে কাজ শুরু করে। এ সময় স্টিভ জবস অ্যাপলের ইঞ্জিনিয়ারদের টাচস্ক্রিন প্রযুক্তির মোবাইল ডিভাইস তৈরির দিকে মনোযোগী হতে নির্দেশ দেন। ৩০ মাসের চুক্তিতে অ্যাপল টেলিকম কোম্পানি এটিঅ্যাভটির সঙ্গে যৌথভাবে আইফোন নির্মাণ করে। স্টিভ জবস ২০০৭ সালের ৯ জানুয়ারী সানফ্রান্সিসকোতে প্রথম আইফোন অবমুক্ত করেন। আইফোনের দ্বিতীয় প্রজন্ম আইফোন ৩জি ১১ জুলাই ২০০৮ সালে অবমুক্ত হয়। তৃতীয় প্রজন্মের আইফোন ৩জিএস বাজারে অবমুক্ত করার ঘোষণা দেয় ৮ জুন ২০০৯ তারিখে। আইফোনের সর্বশেষ সংস্করণ আইফোন সিক্স এখন বাজারে রয়েছে। এটি অবমুক্ত হওয়ার পর প্রথম ৩ দিনেই এক কোটি মোবাইল সেট বিক্রি হয়ে যায়। দেশে দেশে আইফোন কেনার জন্য ক্রেতাদের লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকার চিত্র জানান দেয় বর্তমান

মোবাইল বাজারে আইফোনের জনপ্রিয়তা কতটুকু।

যেভাবে আজকের মোবাইল :



১৯২১

মোবাইল প্রযুক্তির অনবদ্য আবিষ্কারের বছর। শিকাগো পুলিশ এএম ব্যাণ্ড রেডিওর মাধ্যমে একটি তরঙ্গ শ্রেরণের পরীক্ষা করে। তখন থেকেই আজকের মোবাইলের স্বপ্ন বাস্তবে নামিয়ে আনার পথ দেখে। সময়ের বিবর্তনে যা উন্নততর হয়েছে।

১৯৪০

বার্তা পাঠানোর প্রযুক্তির বেশ কিছুটা আধুনিকায়ন ঘটে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী রেডিও সিগনাল পাঠানোর কাজে লাগায় এই প্রযুক্তিকে। যুদ্ধে ঘোড়ার পিঠে বহন করে এই তরঙ্গ শ্রেরণের মাধ্যমে মোবাইল যোগাযোগ করা হয়।

১৯৪২

মটরোলা প্রথম নিয়ে আসে পাঁচ পাউণ্ড ওয়নের একটি 'হ্যান্ডি টক'। যন্ত্রটি যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, এটাই প্রথম কোনো মোবাইল সেট, যা খালি হাতে বহন সম্ভব হয়। তবে এটি দিয়ে মাত্র এক মাইল দূরত্বের মধ্যে কথা বলা যেত।

১৯৫৬

মোবাইলে বাণিজ্যিক রূপ দেখা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের পোস্টমাস্টার জেনারেল রেগিনল্ড বেরিনসকে এই মোবাইল ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। প্রথম গাড়িতে সংযুক্ত টেলিফোনের

মাধ্যমে কথোপকথনের সূচনা। তবে এ যন্ত্রটি আকারে অনেক বড় ছিল।

১৯৭২

এর আগে গাড়িতে সংযুক্ত রেডিও তরঙ্গ প্রেরণের মাধ্যমে মোবাইলে কথোপকথন সম্ভব হলেও এবার নিজের সঙ্গে বহনযোগ্য ইউনিট নেওয়া সম্ভব হয়।

১৯৭৩

আজকের দিনের মোবাইলের প্রথম মডেল। ব্যক্তিগত ব্যবহার্য এই মডেলের মোবাইলের প্রটোটাইপ দেখা মেলে এ বছর। মার্টিন কুপার মোবাইল জগতের এই অনবদ্য স্বপ্নকে বাস্তবে মানুষের হাতে এনে দেন। পরে ১৯৮৩ সালে এটি বাজারে আসে।

১৯৯২

‘কমুনিকেশন ডিভাইস’ আইবিএম মোবাইল দুনিয়ায় প্রথম টাচস্ক্রিন বা স্পর্শে সক্রিয় প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষকে দেখা করিয়ে দেয়। আইবিএম সাইমন পার্সোনাল থেকে মোবাইল কল করা ছাড়াও ইমেইল, মেসেজ পাঠানো সম্ভব হয়।

১৯৯৭

সময়ের চেয়ে একধাপ এগিয়ে থাকা মোবাইল প্রযুক্তির সন্নিবেশ ঘটে এ বছর। প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ফিলিপসের প্রথম ডিজিটাল স্মার্টফোন হিসাবে দেখা হয়। যন্ত্রটিকে ডাকা হতো ‘দ্য সাইনর্জি’ নামে। তারবিহীন এই মোবাইলে ইন্টারনেট ও ই-মেইল সুবিধা ছিল।

১৯৯৯

নোকিয়া বাজারে নিয়ে আসে ৩২১০ ও ৭১১০ মডেলের দু’টি মোবাইল। ৩২১০ দিয়ে প্রথম ছবি মেসেজ পাঠানো সম্ভব হয়। অতঃপর ৭১১০ মডেলটি দুনিয়ায় পরিচিত হয় WAP এর সঙ্গে। আধুনিক মোবাইলের অন্যতম অনুঘটক এতে যোগ হওয়ায় মোবাইল ইন্টারনেটের বৈপ্লবিক প্রযুক্তি মোবাইলের ভবিষ্যতে নতুন মাত্রা যোগ করে।

২০০০

এ বছরই প্রথম ক্যামেরা মোবাইল (জি-ফোন) দেখা যায়। একই বছর হাইটেক মোবাইল আসে বাজারে। প্যানাসোনিক আলাদা হাতে নিয়ে ব্যবহার-উপযোগী মোবাইল ও একটি গেমিং ডিভাইসের একটি উচ্চ প্রযুক্তি নিয়ে আসে।

২০০৭

মোবাইল দুনিয়ায় তোলপাড় করে অ্যাপলের থ্রি জি সম্বলিত আইফোন। প্রযুক্তিবিদ স্টিভ জবসের আইফোনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল আগামী প্রজন্মের ইন্টারনেট সুবিধার এই মোবাইল সেবা। মোবাইলে যুগান্তকারী এই প্রযুক্তি সেবা বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

২০১৫

অত্যাধুনিক মোবাইল হিসাবে এখন পর্যন্ত আইফোন সিরিজ সর্বশেষ সংস্করণ। তবে অচিরেই যোগ হচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির স্যামসাং এস-৬, এইচসি ওয়ান এম-৯, এলজি জি ফ্ল্যাগ-২ সহ বেশ কয়েকটি মোবাইল।

এ সময়ের চমক :



এ সময়ের সেরা মোবাইল সেট কোনটি? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে একটু দিবার মধ্যেই পড়তে হবে। কারণ প্রযুক্তিগত দিক ছাড়াও ডিজাইন ও বেশিসংখ্যক মানুষের পসন্দের

হিসাব যোগ করলে তা এককভাবে কোনো মোবাইল সেটকেই এগিয়ে রাখে না। প্রতিনিয়তই নিত্য-নতুন প্রযুক্তির দেখা মিলছে। যে কারণে এ বছর এগিয়ে থাকা প্রযুক্তি পুরনো হয়ে যাচ্ছে ঠিক পরের বছরই। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ইতিবাচক বলেই ধরা হচ্ছে। এখন বাজারে থাকা দু'টি মোবাইলের মধ্যে প্রযুক্তিবিদদের কাছে চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায় কোনটি সেরা। প্রথমটি অবশ্যই অ্যাপলের আইফোন-৬ এবং অন্যটি এইচটিসি ওয়ান এম-৮। আইফোন-৬ নিয়ে সারা বিশ্ব মেতে থাকলেও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও ব্যবহারকারীদের পসন্দের তালিকায় অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে এইচটিসি ওয়ান এম-৮ মডেলের সেটটি। সুন্দর ডিজাইন, বর্ধিত মেমোরি এবং উচ্চ ক্ষমতার ডুয়েল ক্যামেরা এই সেটটিকে এগিয়ে রাখে। দুর্বল নেটওয়ার্ক ধরে রাখার দিক থেকেও সারা বিশ্বে এই সেটটির সুনাম রয়েছে। এর সঙ্গে এইচটিসির প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ তো রয়েছেই। মোবাইলটির আবরণে রয়েছে ৯০% ধাতুর ব্যবহার। এই সেটটিকে অনেকে আইফোনের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবলেও তার নিজস্ব বাজার রয়েছে। বাণিজ্যিকভাবে আইফোনের তুলনায় খুব কম লাভবান হ'লেও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন দিক দিয়ে এই মোবাইলের প্রশংসা করেছে। তবে শুধু প্রশংসা নয়, সেটটির নেতিবাচক রিভিউ তুলে ধরেছেন অনেকে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের দু'ধরনের মতামত থাকলেও ব্যবহারকারীদের মন জয় করেছে এটি। এই সেট ব্যবহারকারীদের প্রধান অভিযোগ ছিল কম আলোতে সেটটি ভাল ছবি তুলতে পারে না। কিন্তু তারপরও অন্য সেটের তুলনায় এই মডেলের মোবাইল সেটকে এগিয়ে রেখেছেন অনেকে।

(দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, রবশ্মিরবিজ্ঞান)

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

(১)

পবিত্র কুরআন বিষয়ে কিছু তথ্য

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির

সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা

নওদাপাড়া, রাজশাহী।

কুরআনের পারা : ৩০ টি।

কুরআনের সূরা সংখ্যা : ১১৪ টি।

মাদানী সূরা : ৮৬ টি।

মাক্কী সূরা : ২৮ টি।

কুরআনের রুকু সংখ্যা : ৫৪০ টি।

কুরআনের সিজদার আয়াত : ১৫ টি।

কুরআনের মনযিল : ৭টি।

কুরআনের সবচেয়ে বড় সূরা : বাক্বারাহ আয়াত সংখ্যা ২৮৬।

কুরআনের সবচেয়ে ছোট সূরা : কাওছার আয়াত সংখ্যা ৩।

কুরআনের আয়াত সংখ্যা : ৬২০৪ থেকে ৬২৩৬ (কুরতুবী)।

কুরআনের শব্দ সংখ্যা : ৭৭৪৩৯

(কুরতুবী)।

কুরআনের বর্ণ সংখ্যা : ৩,৪০,৭৫০

(কুরতুবী)।

কুরআনের একটি সূরা যার প্রথমে বিসমিল্লাহ নেই : সূরা তওবাহ।

কুরআনে ছালাত সম্পর্কিত আয়াত : ৮২ টি।

কুরআনে সূদ সম্পর্কিত আয়াত : ৮টি।

কুরআনে এক সূরায় ২ টি 'বিসমিল্লাহ' :

সূরা নামল। প্রথম ও ৩০ আয়াত।

কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ সূরা : সূরা ফাতিহা।

কুরআনের শেষ নাযিল হওয়া পূর্ণাঙ্গ সূরা :

সূরা নাছর।

কুরআনের সর্বশেষ নাখিল হয় সূরা বাক্বারাহ ২৮১ আয়াত।

কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত : সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত (আয়াতুল কুরসী)।

কুরআনের সবচেয়ে দীর্ঘ বা বড় আয়াত : সূরা বাক্বারাহ ২৮২ আয়াত।

ইসলাম পরিপূর্ণতার দলীল : সূরা মায়েরা ৩ আয়াত যা বিদায় হুজ্জের দিন সন্ধ্যায় আরাফার ময়দানে নাখিল হয়।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম যার দলীল : সূরা আলে ইমরান ১৯ আয়াত।

ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম আল্লাহর নিকট গৃহীত নয় যার দলীল : সূরা আলে ইমরান ৮১ আয়াত।

আল্লাহ আরশে সমুন্নীত যার দলীল : সূরা ত্বাহ ৫ আয়াত।

আল্লাহর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারো সাথে তুলনীয় নয় যার দলীল : সূরা শূরা ১১ আয়াত।

(২)

আইনস্টাইনের চেয়ে বেশী বুদ্ধি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

লগুনের কিশোর এগারো বছরের অওম আমিন বুদ্ধিমত্তার সূচক নির্ধারণকারী আইকিউ পরীক্ষায় কিংবদন্তী বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন আর স্টিফেন হকিং-এর থেকে দু'পয়েন্ট বেশী নম্বর পেয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। যারা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের আইকিউ পরীক্ষা করে বিশ্বের বহু পুরনো সংগঠন 'মেনসা'। মেনসার এই পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে আমিনকে যে চিঠি দিয়েছে তাতে তারা জানিয়েছে অওম আমিন এখন বিশ্বের সবচেয়ে বুদ্ধিমান এক শতাংশ

মানুষের মধ্যে একজন। কিন্তু বুদ্ধির দিক দিয়ে সে অবশ্যই আর পাঁচজন সাধারণ কিশোরের থেকে অনেক আলাদা। মেনসার পরীক্ষায় তার স্কোর ছিল ১৬২, যা পদার্থবিদ আইনস্টাইন ও হকিং-এর স্কোরের চেয়ে দুই পয়েন্ট বেশী। 'আমি মোটেই বলব না এই দু'জন বিজ্ঞানীর থেকে আমার বুদ্ধি বেশী- যদিও আইকিউ পরীক্ষায় আমি তাঁদের থেকে বেশি নম্বর পেয়েছি। তাঁদের প্রতিভা অসাধারণ। তাঁরা আমার হিরো। আমি তাঁদের মত হতে চাই', বিবিসিকে নিজের অনুভূতি জানিয়ে একথা বলেছে অওম আমিন। বাবা মা ও দাদীর সঙ্গে আমিন গুজরাট থেকে ইউকে-তে আসে নয় বছর আগে। তার বাবা কার্তিক আমিন ব্রিটেনের একটি রেল সংস্থায় চাকরি করেন। 'অওমের জানার আগ্রহ সীমাহীন। কোনো একটা বিষয়ে নয় সব বিষয়েই সে জানতে চায় এবং সব বিষয়েই তার সমান দখল', বিবিসিকে বলেন কার্তিক আমিন। তিনি বলেন ছোটবেলা থেকেই সে অন্যরকম। মাত্র দু'মিনিটেরও কম সময়ে সে রুবিক কিউব সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে তিনি জানান। স্কুলে অওমের প্রিয় বিষয় ইতিহাস। বিবিসিকে সে বলেছে বড় হয়ে সে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগে এমন কোনো যন্ত্র বা রোবোট বানাতে চায়।

 <p>সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬</p> <p>১০ম দিনের</p> <p>১০ম দিনের</p>	<p>সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর সিলেবাস প্রকাশিত হয়েছে।</p> <p>সিলেবাস ডাউনলোড লিংক- www.ahlehadceethbd.org/syllabus</p>
---	---

প্রতিযোগিতার তারিখ : ১৩ ই অক্টোবর ২০১৬

(৩)

সময় হবে কি?

রেযওয়ানুল ইসলাম, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ১০০ টাকা মসজিদে অনেক বড় দেখায় অথচ শপিং মলে কতইনা ছোট।
২. মসজিদে দু'ঘণ্টা ইবাদত! কত দীর্ঘ সময়, কিন্তু সিনেমা হলে তা খুবই সামান্য।
৩. তারাবীর ছালাতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে, অথচ একটি ফুটবল ম্যাচ মাত্র ৯০ মিনিট।
৪. এক ম্যাচ ক্রিকেটে মাত্র ৬ ঘণ্টা সময়, তা অনেক আনন্দ দায়ক। কিন্তু জুম'আর খুৎবা একটু দীর্ঘায়িত হলেই বিরক্ত।
৫. কুরআনের ১০টি আয়াত পড়া অনেক কষ্টকর মনে হয়, কিন্তু ২০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস পড়া অনেক সহজ।
৬. কনসার্ট বা খেলার মাঠে সামনের সারিতে বসতে কতই না প্রতিযোগিতা কর। অথচ মসজিদে যত পিছনে বসা যায় ততই তোমার ভাল।
৭. সংবাদ পত্রের খবর অনেক সহজেই বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর কুরআনের একটি আয়াত বিশ্বাস করতে অনেক কষ্ট হয়। বিজ্ঞাপন বা লিফলেট কত সহজে প্রচার করি, কিন্তু আল্লাহর বাণী প্রচারে আমরা হাযার হাযার বার চিন্তা করি।
৮. একটি টাকার নোট না দেখে নিতে চাই না অথচ ইসলাম ধর্মের বিধান যাচাই ছাড়া সহজেই মেনে নিই।
৯. কনসার্টের জন্য চাঁদা সহজেই দেই। কিন্তু আল্লাহর পথে দানে অনেক কৃপণতা করি।

(৪)

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

আম



আমের উপকারিতা : আমের রয়েছে চমৎকার স্বাস্থ্য উপকারিতা। একে ফলের রাজাও বলা হয়ে থাকে। স্বাদের দিক থেকে এটি শুধুমাত্র সুস্বাদু ও তরতাজাই নয় এই ফলের অনেক ভাল গুণ রয়েছে।

পুষ্টিগুণ : ১০০ গ্রাম আমে ক্যালরি আছে ৬০.১৫ গ্রাম, ফ্যাট ০.৩৮ গ্রাম, প্রোটিন ০.৮২ গ্রাম। আমে ভিটামিন এর মধ্যে আছে এ, বি, সি এবং মিনারেল এর মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও জিঙ্ক। আমে আছে এন্টি অক্সিডেন্ট যা ক্যান্সার প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে। আম ভিটামিন এ দ্বারা সমৃদ্ধ। মাত্র ১০০ গ্রাম আমে যেই পরিমাণ ভিটামিন এ আছে তা দৈনিক ভিটামিন 'এ' এর চাহিদার ৭৫% পূর্ণ করতে সক্ষম। ভিটামিন এ চোখের দৃষ্টি ও ত্বকের সৌন্দর্যের জন্য অত্যাবশ্যক।

আমের স্বাস্থ্য উপকারিতা : আম খাওয়ার ফলে আমাদের জীবনযাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে আম খাওয়ার ফলে স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। এছাড়া ত্বক ও চুলের রঙের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, দেহের শক্তি বৃদ্ধির জন্য, কোলন

ক্যান্সার রোধে, হাড় ও হজম শক্তি উন্নত করার ক্ষেত্রে এই ফলের ভূমিকা রয়েছে। এখানে আমের কিছু স্বাস্থ্য উপকারিতা তুলে ধরিছি।

ক্যান্সার প্রতিরোধ : গবেষকরা বলেছেন যে, আমে এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকার ফলে এটা কোলন, স্তন, লিউকেমিয়া এবং প্রোস্টেট ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে পারে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা কমা : আমে থাকা উচ্চমাত্রার ভিটামিন সি, পেকটিন ও আঁশ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়ে। দেহ তরল এবং কোষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যৌগ পটাশিয়ামের খুব ভালো উৎস হচ্ছে তাজা আম যা উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

ত্বক পরিষ্কারে এবং তারুণ্য ধরে রাখতে : আমে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেনের উৎপাদনে সাহায্য করে যার ফলে ত্বক সতেজ ও টানটান হয়। আম খেলে সূর্যের আলোতে ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের ক্ষতির পরিমাণ কমে যায়। এছাড়া পাকা আম ত্বকে মাস্ক হিসাবে ব্যবহার করলে লোমকূপে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার হয়। আম ব্রণের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে।

ওষন কমাতে : আমে অনেক ভিটামিন ও পুষ্টি উপাদান রয়েছে। আঁশ জাতীয় খাবার হজমক্রিয়াতে সাহায্য করার ফলে তা দেহের বাড়তি ক্যালরি ক্ষয় করতে সাহায্য করে। এছাড়া আম খেলে ক্ষুধা কমে এবং কোলেস্টেরল ও গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

হৃদযন্ত্রের সুরক্ষায় : আমে উচ্চ আঁশ ও এন্টিঅক্সিডেন্ট থাকায় তা হৃদরোগের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্য ভাবে কমায়ে। এক কাপ আমে ৩ গ্রাম আঁশ রয়েছে। গবেষণায় দেখা যায় যে প্রতি ৭ গ্রাম আঁশ গ্রহণের ফলে হৃদরোগের সম্ভাবনা কমায়ে ৯%।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে : শুধু আম নয় আমের পাতাও বেশ উপকারী। যাদের ডায়াবেটিস আছে তারা যদি ৫-৬টি আম পাতা ধুয়ে একটি পায়ে

সেদ্ধ করে নিয়ে সারারাত রেখে সকালে এর কুথ ছেকে নিয়ে পান করে করেন তাহলে এটা ইন্সুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন।

কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে : উচ্চ আঁশযুক্ত আম স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এটি হজমের জন্য ভাল এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধের জন্য খুবই কার্যকরী।

অ্যাজমা প্রতিরোধে : যারা আম খেয়ে থাকেন তাদের মাঝে অ্যাজমা হওয়ার সম্ভাবনা কম। এটি আমের একটি চমকপ্রদ স্বাস্থ্য উপকারিতা। এতে থাকা উচ্চ বিটা ক্যারোটিন অ্যাজমা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চোখের যত্নে : আমে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এ। শুধু মাত্র এক কাপ পাকা আম খেয়ে সারাদিনের ভিটামিন এ'র চাহিদার ২৫% পূরণ করা সম্ভব। এছাড়া এটা দৃষ্টিশক্তিকে উন্নত করতে সাহায্য করে, চোখের শুষ্কতা ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

জন্মগত ত্রুটি প্রতিরোধে : গর্ভাবস্থায় আম খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে। আম বি ভিটামিনে সমৃদ্ধ। এতে ভিটামিন বি১, বি২, বি৫, বি৬, ন্যাসিন এবং ফলিক এসিড রয়েছে। ফলিক এসিড গর্ভবতী নারীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা জন্মগত ত্রুটির সম্ভাবনা কমায়ে।

দৈনিক ফলিক এসিডের চাহিদা হচ্ছে ৪০০ মাইক্রোগ্রাম আর এক কাপ তাজা আম থেকেই পাওয়া যায় ৭১ মাইক্রোগ্রাম। পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়ামসহ খনিজ পদার্থের বেশ ভালো উৎস হচ্ছে আম।

হজমে সাহায্য করে : আম প্রচুর খাদ্য আঁশ, ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর। এতে থাকা এনজাইম প্রোটিনকে ভাঙতে সাহায্য করে। আমে থাকা আঁশ হজমে এবং বর্জ্য ত্যাগ করতে সাহায্য করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে : আমে ভিটামিন সি, এ এবং বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫টি ক্যারোটিনয়েডের মাত্রাতিরিক্ত ভালো

সমস্বয়ের ফলে এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে খুবই কার্যকর।

শরীর পরিষ্কারে : পাকা আমের পেস্টের সাথে সামান্য মধু এবং দুধ পুরো শরীরে ঘষলে ত্বক হবে কোমল ও মসৃণ।

মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে : এই ফলে রয়েছে উচ্চ মাত্রার থ্রুটামাইন এসিড নামক প্রোটিন যা মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। লেখাপড়ায় অমনোযোগী বাচ্চাদের আম খেতে দেয়া উচিত।

রক্তশূন্যতা নিয়ন্ত্রণে : কাঁচা আমে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকায় তা খেলে রক্তস্বল্পতা সমস্যা দূর হয়, আবার শরীরের রক্ত পরিষ্কার থাকে।
কিডনীর পাথর কমাতে : চীনা ঔষধ শাস্ত্রে, কিডনীতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমানোর জন্য আমের টক, মিষ্টি ও শীতলীকরণ শক্তিকে বিবেচনা করা হয়।

ঘুম ভাল হতে : আমে রয়েছে ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স। এই ভিটামিন শরীরের স্নায়ুগুলোতে অক্সিজোনের সরবরাহ বাড়িয়ে দেয়। শরীরকে সতেজ রাখে। ঘুম আসতে সাহায্য করে।

দাঁত ও চুলের উপকারে : আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি'। পাকা আমের তুলনায় কাঁচা আমে ভিটামিন 'সি' এর পরিমাণ বেশী। এছাড়াও আমে খানিজ লবণের উপস্থিতিও রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। তাই দাঁত, নখ, চুল ময়বুত করার জন্য আম উপকারী ভূমিকা পালন করে।

হার্ট সুস্থ রাখতে : আমে বোটাক্যারটিন, ভিটামিন 'ই' এবং সেলেনিয়াম থাকায় হার্টের সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

জীবন গড়ার শপথ নাও

সোনামণিতে যোগ দাও

দেশ পরিচিতি

মালদ্বীপ

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব মালদ্বীপ
রাজধানী : মালে।

আয়তন : ২৯৮ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৩ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৪%

ভাষা : দিভেহী।

মুদ্রা : রুপিয়া।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৮% [ইউনেস্কো
রিপোর্ট ২০১১]

মুসলিম হার : ৯৮.৪%

মাথাপিছু আয় : ৫,৪০৮ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৭২.৩ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ২৬ জুলাই ১৯৬৫

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২১ সেপ্টেম্বর
১৯৬৫।

জাতীয় দিবস : ২৬ জুলাই (স্বাধীনতা দিবস)।

যে লা প রি চি তি

ভোলা

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১৯৮৪ সালে।

আয়তন : ৩.৪০৩ বর্গ কিলোমিটার।

স্বাক্ষরতার হার : ৩৬.৮৮%

উপজেলা : ৭টি। ভোলা সদর, চরফ্যাশন,
মনপুরা, লালমোহন, দৌলতখান, তজুমুদ্দীন
ও বোরহান উদ্দীন।

ইউনিয়ন : ৬২টি।

গ্রাম : ৪৭৩ টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : মেঘনা, তেঁতুলিয়া,
শাহবাজপুর, বোয়ালিয়া ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : শাহবাজপুর গ্যাস
উত্তোলন কেন্দ্র, মনপুরা দ্বীপ ইত্যাদি।

সংগঠন পরিচরমা

সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ২০১৬

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৪ ও ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াছ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ৩য় তলার হলরুমে প্রায় ৩০টি যেলার পরিচালকদের নিয়ে দু'দিন ব্যাপী এক 'সোনামণি দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ' অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিভিন্ন যেলা থেকে আগত প্রায় ৫০ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক আব্দুর রশীদ আখতার, 'সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয়

পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক সালাফী ও হিফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয লুৎফুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও হাফেয হাবীবুর রহমান।

মাদারটেক, সবুজবাগ, ঢাকা, ১৯ এপ্রিল মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব মাদারটেক হাফিযিয়া মাদরাসায় এক 'সোনামণি' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক কাযী হারুণুর রশীদেব সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মারুফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক আলমগীর আযাদ সবুজ, যাকির হুসাইন, সাজিদ বিশ্বাস এবং অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয শামাউন কবীর ও মুহুতুফা কামাল। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ ও জাগরণী পরিবেশন করে আব্বাসুদ্দীন এবং অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র যেলা সোনামণি পরিচালক মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান।

বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী, ৮ মে রবিবার : অদ্য বাদ আছর বেড়াবাড়ী তালশারিয়া মোড় দারুলহাদীছ সালাফী মাদরাসায় 'সোনামণি' শাখার উদ্যোগে 'সোনামণি প্রতিভা' (১৬তম সংখ্যা) ও সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ এর প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অত্র

মাদরাসার সভাপতি জনাব আবু হেনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহম্মাদ আব্দুল হালীম এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার সেক্রেটারী সাজ্জাদুল ইসলাম ও ক্যাশিয়ার আব্দুস সাত্তার। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি খায়রুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মাহফুযুর রহমান। উক্ত প্রতিযোগিতায় প্রথম জেসমিন খাতুন, দ্বিতীয় খায়রুল্লাহ, এবং তৃতীয় সোনিয়া পারভীন ও নূরুন্নাহার সহ সকল প্রতিযোগীকে সাজ্জাদমূলক পুরস্কার প্রদান করা হয়।

হেয়াতপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১২ই মে বৃহস্পতিবার : অত্র বাদ যোহর হেয়াতপুর হাফেযিয়া ও দারসে নেযামিয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মাদরাসার হিফয বিভাগের শিক্ষক হাফেয আব্দুল খালেক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন। তিনি সোনামণি সংগঠনের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং নীতিবাক্যের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরো আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল মুমিন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাযহারুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে যুবাইর হুসাইন। অতঃপর সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দো'আ পাঠান্তে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক চিকিৎসা

স্বাস্থ্য বিভাগ

সুমাইয়া ইসলাম

শিক্ষিকা, মহিলা সালফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চুলের জন্য প্রাকৃতিক উপাদান :

১. ঘৃত কুমারীর পাতার রস ৩০ মিনিট মাথায় রাখুন। এরপর হালকা হলে গরম পানিতে চুল ধুয়ে ফেলুন। এতে করে চুল পড়া কমে আসবে।

২. ডিমের সাদা অংশের সাথে ১ চামচ অলিভ-অয়েল মিশিয়ে মাথায় ব্যবহার করুন। ২০ মিনিট পরে ঠাণ্ডা পানিতে ভালো করে ধুয়ে ফেলুন। ইনশাআল্লাহ উপকার পাবেন।

৩. আমলকী গুড়া অথবা আমলকী রস চুলে লাগাতে পারেন। চুল শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন।

৪. মেথি-২ থেকে ৩ টেবিল চামচ সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সেই পানি দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন। এতে খুশকি কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

৫. হেনাপাতা পিসে পানিতে গুলে ২/৩ ঘণ্টা চুলে লাগিয়ে রেখে ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে করে চুল হবে খুব স্ট্রিং।

৬. এক কাপ গরম পানিতে 'খ্রিন টি' ভিজিয়ে রাখুন। ঠাণ্ডা হলে পানি দিয়ে চুল ধুয়ে নিন।

৭. নারিকেল তেল চুলের যত্নে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬

নীতিমালা

◆ প্রতিযোগিতার বিষয় :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৮, ২৯ ও ৩০ তম পারা (সূরা মুজাদালাহ হতে নাস পর্যন্ত)।
২. হিফযুল কুরআন মাখরাজ ও অর্থসহ এবং হিফযুল হাদীছ অর্থসহ।

(ক) হিফযুল কুরআন অর্থসহ : সূরা লোকমান ১৩-১৯ নং আয়াত।

(খ) হিফযুল হাদীছ অর্থসহ : (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ১০টি হাদীছ)।

৩. আক্বীদা ও দো'আ : (কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত)।

৪. সাধারণ জ্ঞান :

(ক) সোনামণি জ্ঞানকোষ-১-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৭০ নং প্রশ্ন), মেধা পরীক্ষা (অংক), একটুখানি বুদ্ধি খাটোও/খাঁধা (১-৫২ নং প্রশ্ন), এবং কবিতা (সোনামণির ইচ্ছা)।

(খ) সোনামণি জ্ঞানকোষ-২-এর ইসলামী জ্ঞান (১-৮০ নং প্রশ্ন), সাধারণ জ্ঞান (রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগ), সাধারণ জ্ঞান (প্রাণী জগৎ ২২-৪২, উদ্ভিদ জগৎ ০১-৩৯, ভাষা ০১-১১ ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান ১-৪০ নং প্রশ্ন) সংগঠন বিষয়ক এবং poem হ'ল কবিতা

৫. সোনামণি জাগরণী (কেন্দ্র কর্তৃক নির্বাচিত ৫টি জাগরণী)।

৬. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা : আরবী ও বাংলা (আরবী ক্বায়েদা বই-আসমাউল হুসনা ৫১-৯৯=৪৯ টি নাম অর্থসহ।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকগণের জন্য) : রচনার বিষয় : নিজেসহ সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

◆ প্রতিযোগিতার নীতিমালা :

১. প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য ৩ নং বিষয়টি আবশ্যিক। এটিসহ মোট ৩ টি বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।
২. প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহের মধ্যে ক্রমিক ১, ২, ৩ ও ৫ নং বিষয়গুলি মৌখিকভাবে এবং ৪ ও ৬ নং বিষয় দু'টি লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার সময়কাল ১ ঘণ্টা হবে।
৩. ২০১৫ সালের কেন্দ্রীয় পর্যায়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীরা পুনরায় উক্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
৪. প্রতিযোগীদের অবশ্যই জ্ঞানকোষ-১ (তৃতীয় সংস্করণ), জ্ঞানকোষ-২ (প্রথম সংস্করণ) ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (চতুর্থ সংস্করণ) সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত 'ভর্তি ফরম' ও স্ব স্ব যেলা পরিচালক 'সোনামণি'-এর 'সুফারিশপত্র' সঙ্গে আনতে হবে।
৫. সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেওয়া হবে।
৬. শাখা, উপজেলা, মহানগর ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবেন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনজন বাছাইকৃত সোনামণিকে পরবর্তী স্তরে প্রতিযোগিতার সুযোগ দিবেন।

৭. প্রতিটি বিষয়ে পরীক্ষার পূর্ণমান হবে ১০০ এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক মনোনীত হবেন।

৮. বয়স প্রমাণের জন্য প্রত্যেক সোনামণিকে স্ব স্ব জন্ম নিবন্ধনের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে।

৯. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদেরকে লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহ করা হবে; তবে স্ব স্ব কলম প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিযোগীকে ২০ (বিশ) টাকা পরীক্ষার ফী প্রদান করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

১১. শাখা, উপজেলা, মহানগর ও জেলা পরিচালকবৃন্দ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি/উপদেষ্টার সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং প্রতিযোগীদের তালিকা পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ শাখা উপজেলায়, উপজেলা জেলায় এবং জেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১৩. প্রতিযোগিতার ফলাফল তাত্ক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং পুরস্কার দেওয়া হবে। সার্বিক বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার ছাড়াও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক

১৪. প্রতিযোগীকে সাক্ষরনা পুরস্কার দেওয়া হবে।

রচনা প্রতিযোগিতায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য সকল স্তরের 'সোনামণি পরিচালকগণ' অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রচনা স্বহস্তে লিখিত হবে। অন্যের লেখা বা কম্পিউটার কম্পোজ গৃহীত হবে না। শব্দ সংখ্যা সর্বোচ্চ ৭৫০ ও সর্বনিম্ন ৭০০ হতে হবে। যা কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। রচনার ফটোকপি নিজের কাছে রাখবেন।

◆ প্রতিযোগিতার তারিখ :

১. শাখায় : ২৬ শে আগস্ট (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

২. উপজেলায় : ০২ রা সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

৩. জেলায় : ৩০ শে সেপ্টেম্বর (শুক্রবার, সকাল ৮টা)।

৪. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে : ১৩ ই অক্টোবর (বৃহস্পতিবার, বিকাল ৩ টা)।

উল্লেখ্য যে, শাখা, উপজেলা ও জেলার প্রতিযোগিতার তারিখ অপরিবর্তনীয় থাকবে। তবে অনিবার্য কারণে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতার তারিখ পরিবর্তন হ'তে পারে।

✦ প্রবাসী সোনামণিদের প্রতিযোগিতা প্রবাসী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কর্তৃক একই নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে ও সেখানেই তাঁরা পুরস্কার দিবেন। তবে প্রবাসী প্রতিযোগীদের নাম-ঠিকানা কেন্দ্রীয় পরিচালক 'সোনামণি' বরাবর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠাবেন।



এসো আরবী শিখি

মুসলিম জাতির অনৈক্যের কারণ

أَسْبَابُ شِقَاقِ الْمُسْلِمِ

عَبْدُ السَّلَامِ : أَرَاكَ مَهْمُومًا، فِيمَ تَفَكَّرُ؟

আব্দুস সালাম : তোমাকে বিষণ্ণ দেখছি। কী বিষয়ে চিন্তা করছ?

عَبْدُ اللَّهِ : أَفَكَّرْتُ فِي حَالِ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ الْأَيَّامَ.

আব্দুল্লাহ : মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে চিন্তা করছি।

عَبْدُ السَّلَامِ : لَقَدْ أَصَابَهُمْ ضَعْفٌ شَدِيدٌ.

আব্দুস সালাম : কঠিন দুর্বলতা তাদেরকে পেয়ে বসেছে।

عَبْدُ اللَّهِ : فِعْلاً، فَقَدْ كَانُوا أُمَّةً وَاحِدَةً، فَأَصْبَحُوا دُولًا عَدِيدَةً.

আব্দুল্লাহ : বাস্তবিকই। তারা এক উম্মাহ (জাতি) ছিল। অতঃপর বিভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

عَبْدُ السَّلَامِ : مَا أَسْبَابُ هَذَا الضَّعْفِ فِي رَأْيِكَ؟

আব্দুস সালাম : তোমার মতে এই দুর্বলতার কারণগুলো কী কী?

عَبْدُ اللَّهِ : هُنَاكَ أَسْبَابٌ دَاخِلِيَّةٌ، وَأُخْرَى خَارِجِيَّةٌ.

আব্দুল্লাহ : এর কিছু অভ্যন্তরীণ ও কিছু বাহ্যিক কারণ রয়েছে।

عَبْدُ السَّلَامِ : لِيَتَدَأْ أَوَّلًا بِالْأَسْبَابِ الدَّاخِلِيَّةِ.

আব্দুস সালাম : আমরা প্রথমত অভ্যন্তরীণ কারণগুলো দিয়ে শুরু করি।

১. ছিয়ামের আভিধানিক অর্থ কী?

উ:

২. শবেবরাতের ১০০ রাকাত আত ছালাত সর্বপ্রথম কোন মসজিদে আবিষ্কৃত হয়?

উ:

৩. 'পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা' এর ইংরেজী কী?

উ:

৪. মুসলিম রেনেসার কবি বলা হয় কাকে?

উ:

৫. হাতে বহন-উপযোগী মোবাইল সেট প্রথম প্রদর্শন করেন কে এবং কথা বলার কত মিনিট পর বন্ধ হয়ে যেত?

উ:

৬. ঈদের তাকবীর সংখ্যা কত?

উ:

৭. কোন কিশোর আইনস্টাইনের চেয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে ২ মার্ক বেশী পেয়েছে?

উ:

৮. কারা ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন?

উ:

৯. এই জায়গাটির নাম কী?



উ:

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ :
আগামী ১৫ জুলায় ২০১৬।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. সম্রাট আকবর ২. মুহাম্মাদ (ছাঃ),
৩০ জন ৩. মুহাম্মাদ (ছাঃ) ৪. বাঁশ
৫. আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে ডিজেনি
শহরে ৬. শতকরা ৩ জন ৭. মিথ্যুক
৮. ৬টি ৯. আগরার তাজমহল

গত সংখ্যার কুইজের বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : আব্দুল্লাহ আল-মামুন
১০ম শ্রেণী, চণ্ডিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
যশোর।

২য় স্থান : আব্দুর রাফী, ৫ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : সালাউদ্দীন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক

দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

নাম:

প্রতিষ্ঠান

শ্রেণী:

ঠিকানা:

মোবাইল নং

عَبْدُ اللَّهِ : أَهْمَهَا : ائْتِعَادُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ
الْإِسْلَامِ، وَكَثْرَةُ الْخِلَافَاتِ وَالْمَنَارَعَاتِ بَيْنَهُمْ،
وَاشْتِغَالُهُمْ بِمَا لَا يُفِيدُ مِنَ الْعِلْمِ.

আব্দুল্লাহ : এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ
কারণগুলো হল- ইসলাম থেকে মুসলমানদের
দূরে সরে যাওয়া, তাদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ ও
দ্বন্দ্ব এবং অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত থাকা।

عَبْدُ السَّلَامِ : وَمَا الْأَسْبَابُ الْخَارِجِيَّةُ؟

আব্দুস সালাম : আর বাহ্যিক কারণগুলো কী কী?

عَبْدُ اللَّهِ : أَسْبَابٌ كَثِيرَةٌ عَلَى رَأْسِهَا :
الْإِسْتِعْمَارُ، وَالْإِسْتِشْرَاقُ، وَالْغَزْوُ الثَّقَافِيُّ.

আব্দুল্লাহ : কারণ অনেক। তন্মধ্যে প্রধান হল-
সাম্রাজ্যবাদ, প্রাচ্যবাদ ও সাংস্কৃতিক আত্মশাসন।

عَبْدُ السَّلَامِ : وَمَا الْعَمَلُ؟ كَيْفَ يَرْجِعُ
الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَهْدِ الْقُوَّةِ؟

আব্দুস সালাম : করণীয় কী? কিভাবে মুসলমানরা
শৌর্যবীর্যের যুগে ফিরে যাবে?

عَبْدُ اللَّهِ : إِذَا رَجَعُوا إِلَى دِينِهِمْ، وَاتَّخَذُوا،
وَاسْتَعَانُوا بِالْعِلْمِ.

আব্দুল্লাহ : যখন তারা তাদের ধর্মের দিকে ফিরে
যাবে, ঐক্যবদ্ধ হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ব্যবহার
করবে তখন।

عَبْدُ السَّلَامِ : رَجَعُوا إِلَى دِينِهِمْ، وَاتَّخَذُوا،
وَاسْتَعَانُوا بِالْعِلْمِ. هَلْ هَذَا مُمَكِّنٌ؟

আব্দুস সালাম : তারা তাদের ধর্মের দিকে ফিরে
যাবে, ঐক্যবদ্ধ হবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানকে
ব্যবহার করবে- এটা কি সম্ভব?

عَبْدُ اللَّهِ : نَعَمْ مُمَكِّنٌ، بِإِذْنِ اللَّهِ، فَقَدْ بَدَأَتْ
عَلَامَاتُ ذَلِكَ.

আব্দুল্লাহ : আল্লাহর হুকুমে অবশ্যই সম্ভব হবে।
এর আলামত প্রকাশিত হতে শুরু করেছে।